BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ১৪

Lecture Contents

- সমাস
- দ্বিরুক্ত শব্দ
- বাক্য সংকোচন

সমাস

সমাসের সংজ্ঞা:

অর্থ সম্বন্ধ আছে এমন একাধিক পদের একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি পদ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত পদকে সমাস বলে। সমাস শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে- সম + √অস্ = সমাস। এ পর্যন্ত সমাসের তিনটি অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। যথা- সংক্ষেপণ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। সমাসের রীতি এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। খাঁটি বাংলায় সমাস পাওয়া যায় অনেক।

বাংলা ভাষায় সমাস এর প্রয়োজনীয়তা:

১. বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি।
২. সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ হয়।
৩. এটি শব্দ তৈরি ও প্রয়োগের একটি বিশেষ রীতি।

সমাসের প্রতীতি বা উপলব্ধি পাঁচটি। যথা–

সমস্ত পদ	সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসযুক্ত বা সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্ত পদ।
পূর্বপদ	সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশকে বলা হয় পূর্বপদ।
উত্তর বা পরপদ	সমাসযুক্ত পদের পরবর্তী অংশ (শব্দ) কে বলা হয় উত্তর বা পরপদ।
ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ ভেঙ্গে যে বাক্যাংশ করা হয় তার নাম ব্যাসবাক্য বা সমাস বাক্য বা বিগ্রহবাক্য।
সমস্যমান পদ	সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে সমস্যমান পদ বলে।

সমাসের প্রকারভেদ: সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যথা–

১. দ্বন্দ্ব সমাস, ২. কর্মধারয় সমাস,
৩. তৎপুরুষ সমাস, ৪. বহুব্রীহি সমাস,
৫. দ্বিগু সমাস ও ৬. অব্যয়ীভাব সমাস।

অপ্রধান সমাস তিন প্রকার। যথা– ১. প্রাদি ২. নিত্য ৩. ছদ্মবেশী সমাস।

সর্তকতা : পূর্বে সমাস ছিল– ৬ প্রকার। তবে বোর্ড বই ২০২১ অনুযায়ী বর্তমান সমাস ৪ প্রকার, (দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব বাদ)।

সমাস চার প্রকারে অন্তর্ভুক্ত করার যুক্তি:

দ্বিগু সমাসকে অনেক ব্যাকরণবিদ কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ কর্মধারয় সমাসকেও তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এদিক থেকে সমাস মূলত চার প্রকার। যথা-

১. দ্বন্দ্ব ২. তৎপুরুষ ৩. বহুব্রীহি ৪ অব্যয়ীভাব।

ছয় প্রকার সমাস চেনার সহজ উপায়:

দ্বন্দ্ব	উভয় পদের অর্থের প্রাধান্য থাকলে দ্বন্দ্ব সমাস হয়।
তৎপুরুষ + কর্মধারয়+ দ্বিগু	উত্তরপদ বা পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকলে তৎপুরুষ, কর্মধারয় এবং দ্বিগু সমাস হয়।
বহুব্রীহি	পূর্বপদ বা পরপদ কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে যদি অন্য অর্থ প্রকাশ করে তাহলে তা বহুব্রীহি সমাস হবে।
অব্যয়ীভাব	পূর্ব পদে যদি অব্যয় থাকে এবং সেই অব্যয়ের অর্থের প্রাধান্য থাকলে তখন অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

সমাস মনে রাখার শর্ট টেকনিক:

এবং, ও, আর মিলে যদি হয় **দ্বন্দ্ব**
সমাহারে **দ্বিগু** হলে সেটা নয় মন্দ
যে, যা, তা, যিনি, তিনি **কর্মধারয়**
যে, যার শেষে থাকলে **বহুব্রীহি** হয়
অব্যয়ের অর্থ প্রধান্য পেলে **অব্যয়ী** মেলে
বিভক্তি লোপ পেলে তাকে **তৎপুরুষ** বলে।

দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

■ দ্বন্দ্ব মানে জোড়া বা মিলন।

দ্বন্দ্ব সমাসের নিয়মাবলি:

১. দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে এবং, ও, আর- এ তিনটি অব্যয় পদ সংযোজক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২. দ্বন্দ্ব সমাসে অপেক্ষাকৃত পূজনীয় শব্দ এবং স্ত্রীবাচক শব্দ আগে বসে। যেমন: মা ও বাপ = মা-বাপ। গুরু ও শিষ্য = গুরু-শিষ্য।

৩. দ্বন্দ্ব সমাসে যে পদটির অর্থ অপেক্ষাকৃত গৌরববোধক বলে বিবেচিত হয়, সে পদটি অন্যটির অপেক্ষা দীর্ঘ হলেও প্রথমে বসে।

৪. দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদে একই বিভক্তি থাকে এবং উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য পায়।

৫. দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ কখনো কখনো বিশেষ্য হয়। যেমন- শহর-গ্রাম।

৬. বিশেষণে-বিশেষণে। যেমন- নরম-গরম।

৭. ক্রিয়াপদে-ক্রিয়াপদে। যেমন– হেসে-খেলে।

৮. দ্বন্দ্ব সমাসে যে পদটি উচ্চারণে বা বানানে অপেক্ষাকৃত ছোট সেটি এ সমাসে আগে বসে। যেমন: পান ও তামাক = পান-তামাক, দেনা ও পাওনা = দেনা-পাওনা।

৯. দ্বন্দ্ব সমাসে লোপ পায়: 'ও' এবং 'আর'।

দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ:

১. **মিলনার্থক দ্বন্দ্ব:** যে সমাসে দুই পদের মধ্যে বা সমস্যমান পদগুলোর মধ্যে অভিন্ন সম্পর্ক বোঝায়, তাকে মিলনার্থক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন–

চা ও বিস্কুট = চা-বিস্কুট	দুধ ও ভাত = দুধ-ভাত
জ্বিন ও পরি = জ্বিন-পরি	সোনা ও রুপা = সোনা-রুপা
ভাই ও বোন = ভাই-বোন	মাসি ও পিসি = মাসি-পিসি
মশা ও মাছি = মশা-মাছি	ছেলে ও মেয়ে = ছেলে-মেয়ে

২. **বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব:** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পরপদ পূর্বপদের বৈরীভাব প্রকাশ করে, তাকে বলা হয় বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব সমাস।
যেমন–

দেব ও দানব = দেব-দানব	স্বর্গ ও নরক = স্বর্গ-নরক
অহি ও নকুল = অহি-নকুল	দা ও কুমড়া = দা-কুমড়া

৩. **বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পরপদটি পূর্বপদের বিরোধী ভাব বা অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন–

লাভ ও ক্ষতি = লাভ-ক্ষতি	ছেলে ও বুড়ো = ছেলে-বুড়ো
ভালো ও মন্দ = ভালো-মন্দ	স্বর্গ ও নরক = স্বর্গ-নরক
আয় ও ব্যয় = আয়-ব্যয়	আকাশ ও পাতাল = আকাশ-পাতাল

৪. **অঙ্গবাচক শব্দযোগে:**

নাক ও মুখ = নাক-মুখ	বুক ও পিঠ = বুক-পিঠ
মাথা ও মুণ্ডু = মাথা-মুণ্ডু	হাত ও পা = হাত-পা
নাক ও কান = নাক-কান	

৫. **সংখ্যাবাচক দ্বন্দ্ব:** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ পরপদ উভয়ের দ্বারা সংখ্যা বোঝায়, তাকে বলা হয় সংখ্যাবাচক দ্বন্দ্ব সমাস।
যেমন–

সত্তর ও আশি = সত্তর-আশি	সাত ও পাঁচ = সাত-পাঁচ
লক্ষ অথবা কোটি= লক্ষ-কোটি	বিশ ও পঁচিশ = বিশ-পঁচিশ

৬. **সমার্থক দ্বন্দ্ব:** একই জাতীয় বস্তুর সংযোগে যে দ্বন্দ্ব বা মিলনবাচক সমাস হয় অর্থাৎ যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ একই অর্থ বহন করে, তাকে বলা হয় সমার্থক দ্বন্দ্ব।
যেমন–

চিঠি ও পত্র = চিঠি-পত্র	মোল্লা ও মৌলভী = মোল্লা-মৌলভী
যথা ও তথা = যথা-তথা	হাট ও বাজার = হাট-বাজার
রাজা ও বাদশা= রাজা-বাদশা	ধন ও দৌলত = ধন-দৌলত
ঘর ও দুয়ার = ঘর-দুয়ার	কল ও কারখানা= কল-কারখানা
বই ও পুস্তক = বই-পুস্তক	খাতা ও পত্র = খাতা-পত্র

৭. **প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে:**

অলি ও গলি = অলি-গলি	দয়া ও মায়া- দয়া-মায়া
কাপড় ও চোপড় = কাপড়-চোপড়	চুরি ও চামারি = চুরি-চামারি
বাসন ও কোসন = বাসন-কোসন	পোকা ও মাকড় = পোকা-মাকড়

৮. **দুটি সর্বনামযোগে:** যে দ্বন্দ্ব সমাসের উভয় পদ সর্বনাম, তাকে বলা হয় সর্বনাম পদের দ্বন্দ্ব।

এটা আর ওটা = এটা-ওটা	যথা ও তথা = যথা-তথা
তুমি ও আমি = তুমি-আমি	এখানে ও সেখানে= এখানে-সেখানে
যা ও তা = যা-তা	যে ও সে = যে-সে

৯. **দুটি ক্রিয়াযোগে:** যে দ্বন্দ্ব সমাসের উভয়পদই ক্রিয়াপদ, তাকে বলা হয় ক্রিয়াপদের দ্বন্দ্ব।

যাওয়া ও আসা = যাওয়া-আসা	পড়া ও লেখা = পড়া-লেখা
চলা ও ফেরা = চলা-ফেরা	দেখা ও শোনা = দেখা-শোনা

১০. **দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে :** যে দ্বন্দ্ব সমাসের উভয় পদই ক্রিয়া বিশেষণ, তাকে বলা হয় ক্রিয়া বিশেষণের দ্বন্দ্ব।

ধীরে ও সুস্থে = ধীরে-সুস্থে	আগে ও পাছে = আগে-পাছে
আকার ও ইঙ্গিত = আকার-ইঙ্গিত	

১১. **দুটি বিশেষণযোগে:** যে দ্বন্দ্ব সমাসের উভয় পদ বিশেষণ, তাকে বলা হয় বিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব সমাস।

আসল ও নকল = আসল-নকল	কম ও বেশি = কম-বেশি
বাকি ও বকেয়া = বাকি-বকেয়া	ভাল ও মন্দ = ভাল-মন্দ

দ্বন্দ্ব সমাসের প্রকার:

১. **বহুপদী দ্বন্দ্ব:** তিন বা তার অধিক পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে, তাকে বলা হয় বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন-
স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল = স্বর্গ-মর্ত-পাতাল
সাহেব, বিবি ও গোলাম = সাহেব-বিবি-গোলাম
অন্ন, বস্ত্র আর বাসস্থান = অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান

২. **একশেষ দ্বন্দ্ব:** যে সমাসে অন্যান্য পদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রধান পদটির সঙ্গে শেষ পদটির সামঞ্জস্য রচিত হয়, তাকে বলা হয় একশেষ দ্বন্দ্ব। যেমন–

তুমি ও আমি = তুমি-আমি	জায়া ও পতি = দম্পতি
তুমি ও সে = তোমরা	আমি, তুমি এবং সে = আমরা

৩. অলুক দ্বন্দ্ব সমাস:

যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলোর বিভক্তি সমস্তপদেও অক্ষুন্ন থাকে তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে।

যেমন–

দুধে ও ভাতে = দুধে-ভাতে	তোমার ও আমার = তোমার-আমার
ঘরে ও বাইরে = ঘরে-বাইরে	রাজায় ও রাজায় = রাজায়-রাজায়
মায়ে ও ঝিয়ে = মায়ে-ঝিয়ে	জলে ও স্থলে = জলে-স্থলে
কোলে ও কাঁধে = কোলে-কাঁধে	হাতে ও কলমে = হাতে-কলমে
পথে ও ঘাটে = পথে-ঘাটে	দেশে ও বিদেশে = দেশে-বিদেশে

কর্মধারয় সমাস

পূর্বপদে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সাথে পরপদে বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদের যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

যেমন– মহান যে নবী = মহানবী, নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম,

চরম যে পত্র = চরমপত্র, শ্বেত যে পদ্ম = শ্বেতপদ্ম প্রভৃতি।

কর্মধারয় সমাস সাধারণত পাঁচ প্রকার। যথা–

১. সাধারণ কর্মধারয় সমাস।
২. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।
৩. উপমান কর্মধারয় সমাস।
৪. উপমিত কর্মধারয় সমাস।
৫. রূপক কর্মধারয় সমাস।

কর্মধারয় সমাস চেনার কিছু সহজ উপায়:

১. যেখানে দুটি বিশেষণের মাঝে একটি বিশেষ্যপদে রূপান্তরিত হবে। যেমন- যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর। এখানে দুটি বিশেষণের একটিকে বিশেষ্য ও অন্যটিকে বিশেষণ বুঝিয়েছে।
২. পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে সেটি এই সমাসে পুরুষবাচকে রূপান্তরিত হবে। যেমন- সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা, মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি।
৩. দুটি বিশেষ্যপদে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝালে। যেমন- যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজসাহেব।

কর্মধারয় সমাস মনে রাখার সহজ উপায়:

মধ্যপদলোপী: মাঝের পদ লোপ পাবে। সিংহ চিহ্নিত আসন= সিংহাসন

উপমান: এ সমাসের ব্যাসবাক্যে "ন্যায়" মাঝে থাকবে

তুষারের **ন্যায়** শুভ্র = তুষারশুভ্র

উপমিত: এ সমাসের ব্যাসবাক্যে "ন্যায়" শেষে থাকবে।

মুখ চন্দ্রের **ন্যায়** = চন্দ্রমুখ

রূপক: ব্যাসবাক্য হবে "রূপ" দিয়ে। মন **রূপ** মাঝি = মনমাঝি।

গুরুত্বপূর্ণ কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ:

১. সাধারণ কর্মধারয় সমাস:

সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ	যিনি রাজা তিনি ঋষি = রাজর্ষি
মহান যে পুরুষ = মহাপুরুষ	কানা যে কড়ি = কানাকড়ি
হেড যে মৌলভী = হেডমৌলভী	মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি
খাস যে মহল = খাসমহল	পূর্ণ যে চন্দ্র = পূর্ণচন্দ্র
শ্বেত যে বস্ত্র = শ্বেতবস্ত্র	অধম যে নর = নরাধম
সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা	মহান যে ঋষি = মহর্ষি
ভাজা যে বেগুন = বেগুনভাজা	

২. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস:

যে কর্মধারয় সমাস ব্যাসবাক্যের মধ্যপদ সমস্ত পদে এসে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যায়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ :

রাষ্ট্র অনুসৃত নীতি = রাষ্ট্রনীতি	হাতে পরিধান করার ঘড়ি = হাত-ঘড়ি
ছায়া বিশিষ্ট চিত্র = ছায়াচিত্র	দুধ মিশানো ভাত = দুধভাত
বাষ্প চালিত যান = বাষ্পযান	আয়ের জন্য দেয় কর = আয়কর
দুধ মিশানো সাগু = দুধসাগু	চালে ধরে যে কুমড়া = চালকুমড়া
ভিক্ষায় লব্ধ অন্ন = ভিক্ষান্ন	হাতে চালিত পাখা = হাতপাখা
পল মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন	সিঁদুর রাখার কৌটা = সিঁদুরকৌটা
ধর্ম রক্ষার্থে ঘট = ধর্মঘট	প্রীতি প্রকাশ উপলক্ষে যে ভোজ = প্রীতিভোজ
নবী স্মারক দিবস = নবীদিবস	মানি রাখার ব্যাগ = মানিব্যাগ
বট নামক বৃক্ষ = বটবৃক্ষ	সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন

৩. উপমান কর্মধারয় সমাস:

সাধারণত গুণবাচক পদের সঙ্গে উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে।

উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ :

তুষারের ন্যায় শীতল = তুষারশীতল	আগুনের মত রাঙা = আগুনরাঙা
বজ্রের মত কঠোর = বজ্রকঠোর	তুষারের ন্যায় ধবল = তুষারধবল
অরুণের মত রাঙা = অরুণরাঙা	হরিণের ন্যায় চপল = হরিণচপল
মিশির ন্যায় কালো = মিশকালো	রক্তের মত লাল = রক্তলাল
কুসুমের মত কোমল = কুসুমকোমল	কাজলের মত কালো = কাজলকালো

৪. উপমান:

যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে উপমান বলে। যেমন– মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র। এই উদাহরণের চন্দ্রের সঙ্গে মুখের তুলনা করা হয়েছে। অতএব চন্দ্র উপমান।

৫. উপমেয় :

যাকে তুলনা করা হয় তাকে উপমেয় বলে। যেমন– মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র। এখানে 'মুখ' হল উপমিত। কারণ মুখ কে তুলনা করা হয়েছে চাঁদের উপমান।

৬. সাধারণ গুণ :

উপমান ও উপমেয়র মধ্যে যে সমজাতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাকে বলে সাধারণ গুণ। যেমন– ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণকেশ। এখানে কৃষ্ণ হল সাধারণ ধর্ম বা গুণ।

৭. উপমিত কর্মধারয় সমাস :

সাধারণ গুণবাচক পদের উল্লেখ না করে উপমান পদের সঙ্গে উপমিত পদের যে সমাস হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। এক্ষেত্রে সাধারণ গুণটি অনুমান করে নেয়া হয়।

উপমিত কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ :

বাহু লতার ন্যায় = বাহুলতা	পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ
চাঁদের মত মুখ = চাঁদমুখ	করকমল সাদৃশ = করকমল
কর কমলের ন্যায় = করকমল	আঁখি পদ্মের ন্যায় = পদ্মআঁখি
কর পল্লবের ন্যায় = করপল্লব	কণ্ঠ বজ্রের ন্যায় = বজ্রকণ্ঠ
মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র	

৮. রূপক কর্মধারয় সমাস :

যে কর্মধারয় সমাসে উপমান এবং উপমিত পদের অভিন্নতা কল্পনা করা হয় তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। উপমেয় পদ পূর্বে বসে এবং উপমান পদ পরে বসে। সমস্যমান পদে রূপ যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়।

রূপক কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ :

কাল রূপ চক্র = কালচক্র	মোহ রূপ নিদ্রা = মোহনিদ্রা
আকাশ রূপ গাঙ = আকাশগাঙ	জ্ঞান রূপ আলোক = জ্ঞানালোক
দিল রূপ দরিয়া = দিলদরিয়া	শোক রূপ অনল = শোকানল
বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু	ক্ষুধা রূপ অনল = ক্ষুধানল
মন রূপ মাঝি = মনমাঝি	সুখ রূপ সাগর = সুখসাগর
ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল	প্রাণ রূপ পাখি = প্রাণপাখি

চাঁদমুখ, চন্দ্রমুখ ও মুখচন্দ্র সমস্যা

মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় (সূত্র: ড. হায়াৎ মামুদ প্রণীত- ভাষা শিক্ষা)
	মুখ চন্দ্র তুল্য	উপমিত কর্মধারয় (সূত্র: ড. মুহম্মদ এনামুল হক প্রণীত-ব্যাকরণ মঞ্জরী)
চাঁদমুখ	চাঁদ রূপ মুখ	রূপক কর্মধারয় (সূত্র: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত- বাঙ্গালা ব্যাকরণ)
	চাঁদের মত (ন্যায়) মুখ	উপমিত কর্মধারয় (সূত্র: ড. মুহম্মদ এনামুল হক প্রণীত- ব্যাকরণ মঞ্জরী)
		উপমিত কর্মধারয় (সূত্র: ড. হায়াৎ মামুদ প্রণীত- ভাষা শিক্ষা)
চন্দ্রমুখ	চন্দ্র রূপ মুখ	রূপক কর্মধারয় সমাস
	চন্দ্রের ন্যায় মুখ	উপমিত কর্মধারায় (সূত্র: ড. হায়াৎ মামুদ প্রণীত- ভাষা শিক্ষা)
	চন্দ্রের ন্যায় মুখ যাহার	বহুব্রীহি সমাস (সূত্র: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত- বাঙ্গালা ব্যাকরণ)

তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদের বিভক্তি ও সন্নিহিত অনুসর্গ লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যে কোনো বিভক্তি থাকতে পারে; আর পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এদের নামকরণ হয়।

যেমন: বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন। এখানে দ্বিতীয় বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়েছে বলে এর নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

তৎপুরুষ সমাসের প্রকারভেদ :

তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার। যথা– দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নঞ, উপপদ ও অলুক তৎপুরুষ সমাস।

১. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। ব্যাপ্তি বুঝালেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।

যেমন:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
দুঃখাতীত	দুঃখকে অতীত	রথ দেখা	রথকে দেখা
ছেলে ভুলানো	ছেলেকে ভুলানো (ছড়া)	আম-কুড়ানো	আমকে কুড়ানো
দেবদত্ত	দেবকে দত্ত		
দুঃখপ্রাপ্ত	দুঃখকে প্রাপ্ত	চিরসুখী	চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী
ক্ষণস্থায়ী	ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী	বিস্ময়াপন্ন	বিস্ময়কে আপন্ন
পৃষ্ঠপ্রদর্শন	পৃষ্ঠকে প্রদর্শন	বীজবোনা	বীজকে বোনা
বই পড়া	বইকে পড়া	হলুদবাটা	হলুদকে বাটা
ভাতরাঁধা	ভাতকে রাঁধা		

এছাড়া ব্যাপ্তি অর্থে কালবাচক পদের সাথে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।

যেমন: চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী।

চিরকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = চিরস্থায়ী	চিরকাল ধরে সুখ = চিরসুখ	ক্ষণকাল ধরে স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী		দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = দীর্ঘস্থায়ী
চিরকুমারী	চিরবসন্ত	চিরকৃতজ্ঞ	চিরস্মরণীয়	চিরদুঃখী
চিরহরিৎ	চিরজীবী	নিত্যানন্দ	জীবনানন্দ	চিরকিশোর
চিরনিদ্রা	চিরদিন	চিরনবীন	চিরনীহার	চিরপরিচিত

পূর্বপদটি বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ হলে পরবর্তী কৃদন্ত পদের সাথে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।

যেমন: অর্ধ রূপে সিদ্ধ = অর্ধসিদ্ধ, আধভাবে মরা = আধমরা। **অনুরূপ:** দ্রুতগামী, নিমরাজি, নিমখুন, দৃঢ়বদ্ধ, আধপোড়া ইত্যাদি।

২. তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তি (দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে।

যেমন:

মনগড়া	মন দ্বারা গড়া	মধুমাখা	মধু দিয়ে মাখা
বাগযুদ্ধ	বাক্ দ্বারা যুদ্ধ	বাগদত্তা	বাক্ দ্বারা দত্তা
শ্রমলব্ধ	শ্রম দ্বারা লব্ধ	চিনিপাতা	চিনি দিয়ে পাতা
একোন	এক দ্বারা ঊন		

এছাড়াও ঊন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: এক দ্বারা ঊন = একোন।

বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন	জ্ঞান দ্বারা শূন্য = জ্ঞানশূন্য
পাঁচ দ্বারা কম = পাঁচ কম (একক)	

উপকরণবাচক বিশেষ্য পদ পূর্বপদে বসলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত = স্বর্ণমণ্ডিত।

হীরক দ্বারা খচিত = হীরক খচিত				
রত্ন দ্বারা শোভিত = রত্নশোভিত				
চন্দন দ্বারা চর্চিত = চন্দনচর্চিত				
অস্ত্রাঘাত	আইনসংগত	ক্ষতিগ্রস্ত	গুণান্বিত	দুগ্ধপোষ্য
ঘটনাবহুল	ভারাক্রান্ত	শস্যশ্যামল	ধর্মান্ধ	কণ্টাকাকীর্ণ
কুরুচিপূর্ণ	চিনিপাতা	ছন্দোবদ্ধ	কষ্টার্জিত	ঝাঁটাপেটা
প্রথাবদ্ধ	ছায়াশীতল	ঋণগ্রস্ত	ছুরিকাঘাত	বিজ্ঞানসম্মত
ঢেঁকিছাটা	প্রীতিপূর্ণ	ছায়াছন্ন	বায়ুচালিত	রোগগ্রস্ত
মন্ত্রমুগ্ধ				

পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি (দ্বারা, দিয়ে কর্তৃক ইত্যাদি) না হলে, অলুক তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন:

তেলে ভাজা = তেলেভাজা	কলে ছাঁটা = কলেছাঁটা
হাতে কাটা = হাতেকাটা (সুতা)	তাঁতে বোনা = তাঁতেবোনা
মায়ে খেদানো = মায়েখেদানো	পোকায় কাটা = পোকায়কাটা (কাপড়)

৩. চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন:

বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়	বালিকা-বিদ্যালয়
বসতের নিমিত্তে বাড়ি	বসতবাড়ি
আরামের জন্য কেদারা	আরামকেদারা
পাগলদের জন্য গারদ	পাগলাগারদ
রান্নার নিমিত্তে ঘর	রান্নাঘর
মালের জন্য গুদাম	মালগুদাম
শিশুর জন্য মঙ্গল	শিশুমঙ্গল
বিয়ের জন্য পাগল	বিয়েপাগল
চোষের জন্য কাগজ	চোষকাগজ
ডাকের জন্য মাশুল	ডাকমাশুল
মেয়েদের জন্য স্কুল	মেয়েস্কুল
ছাত্রের জন্য আবাস	ছাত্রাবাস
তপের নিমিত্তে বন	তপোবন
মাপের জন্য কাঠি	মাপকাঠি
হজ্জের নিমিত্তে যাত্রা	হজ্জযাত্রা
গুরুকে ভক্তি	গুরুভক্তি

অনুরূপ: সভামঞ্চ, ভজনালয়, ফাঁসিকাষ্ঠ, এতিমখানা, কাঁদুনেগ্যাস, স্বদেশপ্রেম, মুক্তিপণ, পান্থনিবাস, আক্কেলসেলামি, কিশোরপত্রিকা, শিশুবিভাগ, জিয়নকাঠি, পাঠকক্ষ, ঔষধালয়, পাঠশালা, দেবদত্ত।

৪. পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হইতে, থেকে, চেয়ে ইত্যাদি বিভক্তি লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন:

খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া	ইতি হতে আদি = ইত্যাদি
বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত	বদ থেকে জাত = বজ্জাত
গদি থেকে চ্যুত = গদিচ্যুত	জেল থেকে ফেরত = জেলফেরত

অনুরূপ: বিদেশাগত, রোগমুক্ত, হাতছাড়া, দুগ্ধজাত, বিক্রয়লব্ধ, স্বর্গচ্যুত, স্নেহবঞ্চিত, সত্যভ্রষ্ট, কৃষিজাত, দলছুট।
সাধারণত চ্যুত, জাত, আগত, ভীত, গৃহীত, বিরত, মুক্ত, উত্তীর্ণ, পালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে যুক্ত হলে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়।

পাপ হতে মুক্ত = পাপমুক্ত	জেল থেকে মুক্ত = জেলমুক্ত
আগা থেকে গোড়া = আগাগোড়া	শাপ থেকে মুক্ত = শাপমুক্ত
ঋণ থেকে মুক্ত = ঋণমুক্ত	স্কুল থেকে পালানো = স্কুল পালানো
বোঁটা থেকে খসা = বোঁটাখসা	জেল থেকে খালাস = জেলখালাস
বোঁটা থেকে আলগা = বোঁটা আলগা	

কোনো কোনো সময় পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে 'এর' 'চেয়ে' ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যেমন: পরাণের চেয়ে প্রিয় = পরাণপ্রিয়।

৫. ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) লোপ হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন:

মানবহৃদয় = মানবের হৃদয়	অর্ধপথ = পথের অর্ধেক
অর্ধচন্দ্র = চন্দ্রের অর্ধক	গণতন্ত্র = গণের তন্ত্র
দিল্লীশ্বর = দিল্লীর ঈশ্বর	বিশ্বকবি = বিশ্বের কবি
ছাত্রসমাজ = ছাত্রের সমাজ	খেয়াঘাট = খেয়ার ঘাট
গুণগ্রাম = গুণের গ্রাম	ধানখেত = ধানের খেত
বিড়ালছানা = বিড়ালের ছানা	মধ্যাহ্ন = অহ্নের মধ্যভাগ
পাটখেত = পাটের খেত	মৃগশিশু = মৃগীর শিশু
ঘোড়দৌড় = ঘোড়ার দৌড়	শ্বশুরবাড়ি = শ্বশুরের বাড়ি
রাজপথ = পথের রাজা	পূজার্ঘ = পূজার অর্ঘ্য
বটতলা = বটের তলা	পুষ্পসৌরভ = পুষ্পের সৌরভ
পৌরসভা = পৌরের সভা	ছাগদুগ্ধ = ছাগীর দুগ্ধ
দেশসেবা = দেশের সেবা	বাঁদর নাচ = বাঁদরের নাচ
ঝড়ঝাপটা = ঝড়ের ঝাপটা	কর্ণকুহর = কর্ণের কুহর
পূর্বাহ্ন = অহ্নের পূর্বভাগ	চাবাগান = চায়ের বাগান
ভোটাধিকার = ভোটের অধিকার	বিশ্ববিদ্যালয় = বিশ্ববিদ্যার আলয়
অপরাহ্ন = অহ্নের পর বা শেষ ভাগ	

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে 'রাজা' স্থলে 'রাজ', পিতা, মাতা, ভ্রাতা স্থলে যথাক্রমে 'পিতৃ', 'মাতৃ', 'ভ্রাতৃ' হয়। যেমন:

রাজপুত্র = রাজার পুত্র	রাজহাঁস = হাঁসের রাজা
ভ্রাতার স্নেহ = ভ্রাতৃস্নেহ	পিতৃধন = পিতার ধন
রাজরানি = রাজার রানি	মাতৃসেবা = মাতার সেবা

- পরপদে সহ, তুল্য, নিভ প্রায়, প্রতিম-এসব শব্দ থাকলেও ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়।
  যেমন: পত্নীর সহ = সপত্নীক।
  ⇨ কন্যার সহ = কন্যাসহ
  ⇨ সহোদরের প্রতিম = সহোদরপ্রতিম/ সোদরপ্রতিম
- কালের কোনো অংশবোধক শব্দ পরে থাকলে তা পূর্বে বসে।
  যেমন: অহ্নের (দিনের) পূর্বভাগ = পুর্বাহ্ন।
- পরপদে রাজি, গ্রাম, বৃন্দ, গণ, যূথ প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়।
  যেমন: ছাত্রের বৃন্দ = ছাত্রবৃন্দ, গুণের গ্রাম = গুণগ্রাম, হস্তীর যূথ = হস্তীযূথ।
- অর্ধ শব্দ পরপদে হলে সমস্তপদে তা পূর্বপদ হয়।
  যেমন: পথের অর্ধ = অর্ধপথ, দিনের অর্ধ = অর্ধদিন।
- শিশু, দুগ্ধ ইত্যাদি পরে থাকলে সমস্তপদে তা আগে বসে।
  যেমন: পথের রাজা = রাজপথ, হাঁসের রাজা = রাজহাঁস।
- **অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস:** ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, হাতের পাঁচ, মামার বাড়ি, সাপের পা, মনের মানুষ, কলের গান, মগের মুল্লুক, পায়ের চিহ্ন, তাসের ঘর, টাকার কুমির, ডুমুরের ফুল, চোখের বালি, গরুর দুধ ইত্যাদি। কিন্তু, ভ্রাতার পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র (নিপাতনে সিদ্ধ)।

৬. সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) বিভক্তি লোপ হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে কোনো কোনো সময় ব্যাসবাক্যের পরপদ সমস্তপদের পূর্বে বসে। যেমন: জলে মগ্ন = জলমগ্ন।

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
মাথাব্যথা	মাথায় ব্যথা	অশ্রুতপূর্ব	পূর্বে অশ্রুত
গলাধাক্কা	গলাতে ধাক্কা	দিবানিদ্রা	দিবায় নিদ্রা
গাছপাকা	গাছে পাকা	দানবীর	দানে বীর
অদৃষ্টপূর্ব	পূর্বে অদৃষ্ট	ভূতপূর্ব	পূর্বে ভূত

অনুরূপ: বাক্‌পটু, গোলাভরা, তালকানা, অকালমৃত্যু, বিশ্ববিখ্যাত, ভোজনপটু, দানবীর, বাক্সবন্দি, বস্তাপচা, রাতকানা, মনমরা, অকালপক্ক, মহাকাশভ্রমণ, শ্রুতিমধুর, অধ্যয়নরত, আকাশভ্রমণ, কর্মকুশল, গুণমুগ্ধ, গৃহবন্দি, দেশবিখ্যাত, চরণাশ্রিত, চিন্তামগ্ন, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মভীরু, ধ্যানমগ্ন, পাঠানুরাগ, পাঠরত, পানিবন্দি, বনবাস, বনভোজন, রণনিপুণ, রৌদ্রদগ্ধ, সংখ্যালঘু, শিরোধার্য, শয্যাশায়ী।

৭. নঞ্ তৎপুরুষ সমাস: না-বাচক নঞ অব্যয় (না, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: নয় কাঁড়া = আকাঁড়া।

- খাঁটি বাংলায় অ, আ, না কিংবা অনা হয়। যেমন: অকাল বা আকাল।

আধোয়া	নামঞ্জুর	অকেজো	অনাবাদি
নাবালক	অচেনা	আলুনি	নাছোড়

- না-বাচক ছাড়াও বিশেষ বিশেষ অর্থে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: ন বিশ্বাস = অবিশ্বাস (বিশ্বাসের অভাব)।

ন আদর = অনাদর	ন আচার = অনাচার
ন ইষ্ট = অনিষ্ট	নেই ঐক্য = অনৈক্য
ন-বিশ্বাস = অবিশ্বাস	ন লৌকিক = অলৌকিক
ন এক = অনেক	নয় আইনি = বেআইনি
ন কাল = অকাল/আকাল	ন (নয়) তমিজ = বেতমিজ
নয় ধর্ম = অধর্ম	নয় কাঁড়া = আকাঁড়া
নয় উচিত = অনুচিত	ন অতিদূর = নাতিদূর
ন সুখ = অসুখ	ন রসিক = বেরসিক
ন অশন = অনশন	নয় হাজির = গরহাজির
ন জানা = অজানা	ন (নয়) ক্ষত = অক্ষত
ন ভাঙা = অভাঙা	ন অভিজ্ঞ = অনভিজ্ঞ
ন সৃষ্টি = অনাসৃষ্টি	ন উর্বর = অনুর্বর
ন সময় = অসময়	নয় পর্যাপ্ত = অপর্যাপ্ত
ন সহযোগ = অসহযোগ	ন কেজো = অকেজো
ন উন্নত = অনুন্নত	নাই খরচা = নিখরচা
নাই খুঁত = নিখুঁত	নাই হুঁশ = বেহুঁশ
নাই মিল = গরমিল	নাই তাল = বেতাল
নয় দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ	ন কাতর = অকাতর
'ন বিশ্বাস = অবিশ্বাস	নয় সুস্থ = অসুস্থ
ন (নয়) অতি দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ	ন সুর = অসুর
ন (নয়) সরকারি = বেসরকারি	ন লৌকিক = অলৌকিক
ন (মন্দ অর্থে) গাছা = আগাছা	নয় প্রশস্ত = অপ্রশস্ত:

৮. উপপদ তৎপুরুষ সমাস: যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয় সে পদকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে বলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন:

পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ	ধামা ধরে যে = ধামাধরা
মনে মরেছে যে = মনমরা	হরেক রকম বলে যে = হরবোলা
জলে চরে যা = জলজ	স্বর্ণ করে যে = স্বর্ণকার
ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা	খ (আকাশে) তে চরে যা = খেচর
অর্থ করা যায় যার দ্বারা = অর্থকরী	জল দেয় যে = জলদ
জলে মগ্ন = জলমগ্ন	মন হরণ করে যে (নারী) = মনোহারিণী
প্রিয় কথা বলে যে নারী = প্রিয়ংবদা	গিরিতে অবস্থান করেন যিনি = গিরীশ
বাজি করে যে = বাজিকর	গৃহে থাকে যে = গৃহস্থ
পা চাটে যে = পা-চাটা	প্রভা করে যে = প্রভাকর
ছা পোষে যে = ছা-পোষা	পকেট মারে যে = পকেটমার
বুক ভাঙে যে = বুকভাঙা	মাছি মারে যে মাছিমারা
সত্য কথা বলে যে = সত্যবাদী	বর্ণ চুরি করে যে = বর্ণচোরা
গলা কাটে যে = গলাকাটা	অগ্রে গমন করে যে = অগ্রগামী
ক্ষীণভাবে বাঁচে যে = ক্ষীণজীবী	টনক নড়ে যাতে = টনকনড়া
ইন্দ্রকে জয় করেছে যে = ইন্দ্রজিৎ	সব হারিয়েছে যে = সর্বহারা
হাড় ভাঙে যে = হাড়ভাঙা	পুথি পড়ে যে = পুথিপড়া
কুম্ভ করে যে = কুম্ভকার	সর্বনাশ করে যে = সর্বনাশা
জাদু করে যে = জাদুকর	

৯. অলুক তৎপুরুষ সমাস: যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন:

কলের গান = কলের গান	গরুর গাড়ি = গরুর গাড়ি
কলে ছাঁটা = কলে ছাঁটা	ঘিয়ে ভাজা = ঘিয়ে ভাজা
পায়ে ধরা = পায়ে ধরা	তেলে ভাজা = তেলে ভাজা

বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যথা: বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার। এখানে 'বহু' কিংবা 'ব্রীহি' কোনোটিরই অর্থে প্রাধান্য নেই, যার বহু ধান আছে এমন লোককে বোঝাচ্ছে। বহুব্রীহি সমাসে সাধারণত যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যাস ব্যাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

মহান আত্মা যার = মহাত্মা	স্বচ্ছ সলিল যার = স্বচ্ছসলিলা
আয়ত লোচন যার = আয়তলোচনা	স্থির প্রতিজ্ঞা যার = স্থিরপ্রতিজ্ঞা
নীল বসন যার = নীলবসনা	ধীর বুদ্ধি যার = ধীরবুদ্ধি

➢ 'সহ' কিংবা 'সহিত' শব্দের সাথে অন্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে 'সহ' ও 'সহিত' স্থলে 'স' হয়। যেমন:

বান্ধবসহ বর্তমান = সবান্ধব	সহ উদর যার = সহোদর = সোদর
লজ্জার সহিত বর্তমান = সলজ্জ	জলের সঙ্গে বর্তমান = সজল
দর্পের সঙ্গে বর্তমান = সদর্প	কল্যাণের সহিত বর্তমান = সকল্যাণ

➢ বহুব্রীহি সমাসে পরপদে মাতৃ, পত্নী, পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি শব্দ থাকলে এ শব্দগুলোর সাথে 'ক' যুক্ত হয়। যেমন:

নদী মাতা (মাতৃ) যার = নদীমাতৃক	বি (বিগত) হয়েছে পত্নী যার = বিপত্নীক
স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান = সস্ত্রীক	পুত্রের সহিত বর্তমান = সপুত্রক

➢ বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদে 'অক্ষি' শব্দের স্থলে 'অক্ষ' এবং 'নাভি' শব্দের স্থলে 'নাভ' হয়। যেমন:

পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ	কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ
ঊর্ণ (চোখ) নাভিতে যার = ঊর্ণনাভ	

➢ বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'জায়া' শব্দ স্থানে 'জানি' এবং পূর্বপদের কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন: যুবতি জায়া যার = যুবজানি (যুবতি স্থলে 'যুব' এবং 'জায়া' স্থলে 'জানি' হয়েছে)।

➢ বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'চূড়া' এবং 'কর্ম' শব্দ সমস্ত পদে 'কর্মা' হয়। যেমন: চন্দ্র চূড়া যার = চন্দ্রচূড়, বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্রকর্মা।

➢ বহুব্রীহি সমাসে 'সমান' শব্দের স্থলে 'স' এবং 'সহ' হয়। যেমন: সমান কর্মী যে = সহকর্মী, সমান বর্ণ যার = সমবর্ণ, সমান উদর যার = সহোদর।

➢ বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'গন্ধ' শব্দ স্থানে 'গন্ধি' বা 'গন্ধা' হয়। যেমন: সুগন্ধ যার = সুগন্ধি, পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার = পদ্মগন্ধি, মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যার = মৎস্যগন্ধা।

বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ: বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার। যথা:

সমানাধিকরণ, ব্যধিকরণ, ব্যতিহার, নঞ, মধ্যপদলোপী, প্রত্যয়ান্ত, অলুক ও সংখ্যাবাচক।

১. সমানাধিকরণ/সমানাধিকার বহুব্রীহি

পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য অথবা পূর্বপদ বিশেষ্য এবং পরপদ বিশেষণ হয়ে যে সমাস হয়, তাকেই সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন:

হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী	খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ
লাল পাড় যে শাড়ির = লালপেড়ে	নীল অম্বর যার = নীলাম্বর
পীত অম্বর যার = পীতাম্বর	পোড়া মুখ যার = মুখপোড়া
কালো বরণ যার = কালোবরণ	উচ্চ শির যার = উচ্চশির
হৃত হয়েছে সর্বস্ব যার = হৃতসর্বস্ব	এক গোঁ যা = একগুঁয়ে
লেজ কাটা যার = লেজকাটা	পোড়া কপাল যার = পোড়াকপাল

অনুরূপ: সুশ্রী, অন্যমনস্ক, খ্যাতনামা, হতবুদ্ধি, কদাকার, কৃতকার্য, কর্মনিষ্ঠ, জবরদস্তি, সুকণ্ঠ, ছিন্নমুল, সুদর্শন, শীর্ণকায়, কানকাটা, ইঁচড়েপাকা, শীতপ্রধান, সুশীল, কমবখত, অল্পবয়সি, হতভাগ্য, নতজানু, ঠোঁটকাটা, শান্তিপ্রিয়, ঘরপোড়া।

২. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্যমান পদের দুটিই বিশেষ্যপদ হয় (কখনো কখনো ক্রিয়াবিশেষ্য), তবে তাকে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি বলে।

আশীবিষ	আশীতে (দাঁতে) বিষ যার	কথাসর্বস্ব	কথা সর্বস্ব যার
শূলপানি	শূল পানিতে যার	বীণাপাণি	বীণা পাণিতে যার
চন্দ্রশেখর	চন্দ্র শেখরে যার	গোঁফখেজুরে	গোঁফে খেজুর যার

অনুরূপ: অশ্রুমুখী, অন্যমনা, ক্ষণজন্মা, খড়গহস্ত, বিয়োগান্ত, কর্ণফুলি, চশমা-নাকে, চুড়ি-হাতে, ছাতা-হাতে।

পরপদ কৃদন্ত বিশেষণ হলেও ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়।

দুই কান কাটা যার = দু কানকাটা	বোঁটা খসেছে যার = বোঁটাখসা

৩. ব্যতিহার বহুব্রীহি

ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং উত্তরপদে 'ই' যুক্ত হয়।

যেমন: কানে কানে যে কথা = কানাকানি।

হাতে হাতে যে লড়াই = হাতাহাতি	কানে কানে যে কথা = কানাকানি
চোখে চোখে যে দেখা = চোখাচোখি	লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি
হেসে হেসে যে আলাপ = হাসাহাসি	চুল টেনে টেনে যে যুদ্ধ = চুলাচুলি
রক্তপাত করে যে যুদ্ধ = রক্তারক্তি	মুখে মুখে যে লড়াই = মুখোমুখি
কোলে কোলে যে মিলন = কোলাকুলি	ঘুসিতে ঘুসিতে যে যুদ্ধ = ঘুসাঘুসি
গলায় গলায় যে মিলন = গলাগলি	পরস্পরকে জানা = জানাজানি

৪. নঞ বহুব্রীহি

নঞ (না অর্থবোধক) অব্যয় পূর্বপদে বসে যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাকে নঞ বহুব্রীহি বলে। নঞ বহুব্রীহি সাধিত পদটি বিশেষণ হয়।

ন (নাই) জ্ঞান যার - অজ্ঞান	বে (নাই) হেড যার = বেহেড
নাই ইমান যার = বেইমান	(নাই) চারা (উপায়) যার = নাচার
নি (নাই) ভুল যার = নির্ভুল	নয় কাজের যা = অকেজো
নাই (নয়) জানা যা = নাজানা/অজানা	নাই বোধ যার = অবোধ
নেই হুঁশ যার = বেঁহুশ	নাই সীমা যার = অসীম
নাই পয় যার = অপয়া	নেই উপায় যার = নিরুপায়
হায়া নাই যার = বেহায়া	নাই তার যার = বেতার
নেই অসূয়া (হিংসা) যার = অনসূয়া	নেই ধর্ম যার = অধর্ম
নাই সুখ যার = অসুখ	নেই পরোয়া যার = বেপরোয়া
কর্ম নাই যার = বেকার	অক্ষরজ্ঞান নাই যার = নিরক্ষর
নেই বুঝ যার = অবুঝ	নয় নমনীয় যা = অনমনীয়
নি (নাই) সহায় যার = নিঃসহায়	নেই অন্ত যার = অনন্ত
নেই ঝঞ্ঝাট যার = নির্ঝঞ্ঝাট	নয় হক যা = নাহক
নাই নাড়িজ্ঞান যার = আনাড়ি	

৫. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায়, তবে তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে।

বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ
মীনের মতো অক্ষি যার = মীনাক্ষী	মৃগের নয়নের ন্যায় নয়ন যার = মৃগনয়না
মেঘের মতো নাদ যার = মেঘনাদ	স্বর্ণের আভার ন্যায় আভা যার = স্বর্ণাভ
চিরুনির মতো দাঁত যার = চিরুনদাঁতি	সোনার মতো উজ্জ্বল মুখ যার = সোনামুখী
হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি	একদিকে চোখ যার = একচোখা

অনুরূপ: মেনিমুখো, বিড়ালাক্ষী, গজানন, শ্বাপদ, পদ্মমুখী, হুতুমচোখী, ক্ষুরধার, মেঘবরণ।

৬. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি

➢ যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি।

১. ঊন (দুর্বল) পাঁজর যার = ঊনপাঁজুরে
২. নিঃ (নাই) খরচ যার = নি-খরচে
৩. ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো
৪. এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার = একচোখা

অনুরূপ: দোটানা, দোমনা, একগুঁয়ে, অকেজো, একঘরে ।

৭. অলুক বহুব্রীহি

➢ যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। অলুক বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়।

১. কানে খাটো যে = কানে খাটো
২. গায়ে এসে পড়ে যে= গায়েপড়া
৩. মুখে ভাত দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = মুখে ভাত
৪. গলায় গামছা যার= গলায়গামছা
৫. মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি

অনুরূপ: হাতে-ছড়ি, কানে-কলম, পায়ে-পড়া, হাতে-বেড়ি, মাথায়-ছাতা, মুখে মধু, পায়ে-বেড়ি।

৮. নিপাতনের সিদ্ধ বহুব্রীহি

জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত	নরাকারের পশু যে = নরপশু
পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ	অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ
দু'দিকে অপ যার = দ্বীপ	

➢ **অন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস:** ব্যাসবাক্যের শেষপদ লোপ পেয়ে যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাকে অন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে।
যেমন: দশ বছর বয়স যার = দশবছুরে, বিশ মণ পরিমাণ যার = বিশমণি।

➢ **সহার্থক বহুব্রীহি সমাস:** সহার্থক (সহ অর্থজ্ঞাপক) পদের সঙ্গে বিশেষ্য পপদের বহুব্রীহি সমাস হলে, তাকে সহার্থক বহুব্রীহি সমাস বলে।
যেমন: বিনয়ের সঙ্গে বর্তমান = সবিনয়ে।

সফল	সবান্ধব	সকরুণ	সশস্ত্র	সদয়	সার্থক
সবেগ	সচিত্র	সাড়ম্বর	সলিল	সতর্ক	সহিত
সবল	সহৃদয়	সধবা	সত্বর	সঠিক	সচেতন
সমান	সানন্দ	সশব্দ	সসৈন্য	সক্রিয়	সগোত্র
সচকিত	সাপেক্ষ	সলজ্জ	সাবলীল	সজাগ	সজোর
সাদর	সতেজ	সদর্প			

৯. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

➢ পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে, তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বলা হয়। এ সমাসে সমস্তপদে 'আ' 'ই' বা 'ঈ' যুক্ত হয়।

১. সে (তিন) তার (যে যন্ত্রের) = সেতার (বিশেষ্য)
২. চার ভুজ যে ক্ষেত্রের = চতুর্ভুজ
৩. তে (তিন) পায়া যার= তেপায়া
৪. দশ আনন যার = দশানন
৫. চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা
৬. দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি

দ্বিগু সমাস

সমাহার বা মিলনার্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস সাধিত হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে। এ সমাসে সমাসনিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়। যেমন– চার রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা; শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী।

দ্বিগু সমাস চেনার সহজ উপায়:

১. দ্বিগু সমাসে প্রথম পদটি সংখ্যাবাচক হবে এবং পরপদটি বিশেষ্য পদ হবে।
২. ব্যাসবাক্যে সমাহার পদ থাকবে। সমস্ত পদটি হবে বিশেষ্য পদ। যেমন: তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ।
৩. দ্বিগু সমাসে কখনো কখনো আ-কারান্ত স্থলে ই-কারান্ত হয়। অর্থাৎ অ-কারান্ত, আ/ই-কারান্ত। যেমন: সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ, শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী, ত্রি পদের সমাহার = ত্রিপদী।
কিন্তু পঞ্চ নদের সমাহার = পঞ্চনদ (নদী নয়), এটি নিপাতনে সিদ্ধ।

গুরুত্বপূর্ণ দ্বিগু সমাসের উদাহরণ

অষ্ট ধাতুর সমাহার = অষ্টধাতু	ষড় ঋতুর সমাহার = ষড়ঋতু
ত্রি (তিন) ফলের সমাহার = ত্রিফলা	পঞ্চভূতের সমাহার = পঞ্চভূত
চৌ (চার) রাস্তার মিলন স্থল = চৌরাস্তা	সাত ঘাটের সমাহার= সাতঘাট
তিন লোকের সমাহার=ত্রিলোক	চারি মোহনার সমাহার = চৌমুহনী
পঞ্চ ভূতের সমাহর = পঞ্চভূত	চারি অঙ্গের সমাহার = চতুরঙ্গ
সপ্ত ঋষির সমাহার = সপ্তর্ষি	বারো মাসের সমাহার = বারোমাস
চারি পদের সমাহার = চতুষ্পদী	শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী
নবরত্নের সমাহার = নবরত্ন	তে (তিন) প্রান্তরের সমাহার = তেপান্তর
তিন ভুজের সমাহার = ত্রিভুজ	সাত সমুদ্রের সমাহার = সাতসমুদ্র
পঞ্চ নদীর সমাহার = পঞ্চনদী	দশ চক্রের সমাহার = দশচক্র
ত্রি পদের সমাহার = ত্রিপদী	তে (তিন) মাথার সমাহার = তেমাথা
পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী	পাঁচ ফোড়নের সমাহার = পাঁচফোড়ন
শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী	চতুঃ (চার) ভুজের সমাহার = চতুর্ভুজ

অব্যয়ীভাব সমাস

প্রশ্ন. অব্যয়ীভাব সমাস কাকে বলে?

উত্তর: পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়েরই অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়।

অব্যয়ীভাব সমাসের বৈশিষ্ট্য:

১. শব্দের শুরুতে **'যথা'** অথবা **'উপসর্গ'** থাকলে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

২. কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়।

ব্যাসবাক্য চেনার উপায়

নিয়ম-১: গর, বে, বি, দুর, হা, নির ইত্যাদি উপসর্গ অভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা:

গরমিল = মিলের অভাব	বিশৃঙ্খলা = শৃঙ্খলার অভাব
হাভাত = ভাতের অভাব	নির্জলা = জলের অভাব
বেকার = কারের অভাব	বেহায়া = হায়ার অভাব
অন্যায় = ন্যায়ের অভাব	দুর্ভিক্ষ = ভিক্ষের অভাব
নিরামিষ = আমিষের অভাব	বেবন্দোবস্ত= বন্দোবস্তের অভাব

নিয়ম-২: আ = পর্যন্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা:

আমরণ	=	মরণ পর্যন্ত
আকণ্ঠ	=	কণ্ঠ পর্যন্ত
আমূল	=	মূল পর্যন্ত
আপামর	=	পামর পর্যন্ত
আজানু	=	জানু পর্যন্ত
আপাদমস্তক	=	পা থেকে মাথা পর্যন্ত
আসমুদ্রহিমাচল	=	সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত
আবালবৃদ্ধবনিতা	=	বালক, বৃদ্ধ ও বনিতা পর্যন্ত
আজন্ম	=	জন্ম পর্যন্ত
আকর্ণ	=	কর্ণ পর্যন্ত ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম

আ = ঈষৎ অর্থে ব্যবহার হয়। যথা:
আনত = ঈষৎ নত, আরক্তিম = ঈষৎ রক্তিম
আবার, আ = অভাব অর্থে ব্যবহার হয়।
যেমন: আলুনি = লবণের অভাব।

নিয়ম-৩: যথা = অতিক্রম না করে অর্থে ব্যবহার হয়।
যেমন:

যথাবিধি = বিধিকে অতিক্রম না করে	যথেচ্ছা = ইচ্ছাকে অতিক্রম না করে
যথারীতি = রীতিকে অতিক্রম না করে	যথাশক্তি = শক্তিকে অতিক্রম না করে
যথেষ্ট = ইষ্টকে অতিক্রম না করে	যথানিয়ম = নিয়মকে অতিক্রম না করে

নিয়ম-৪: উৎ = অতিক্রম করে/ অতিক্রান্ত অর্থে ব্যবহার হয়।
যেমন: উদ্বেল = বেলাকে অতিক্রান্ত, উচ্ছৃঙ্খল = শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত ইত্যাদি।

নিয়ম-৫: অনু = পশ্চাৎ অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন:

অনুধাবন = পশ্চাৎ ধাবন	অনুগমন = পশ্চাৎ গমন
অনুসরণ = পশ্চাৎ সরণ	অনুতাপ = পশ্চাৎ তাপ

ব্যতিক্রম

অনুরূপ = রূপের সদৃশ

নিয়ম-৬: প্রতি = প্রতিনিধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন:

প্রতিচ্ছায়া = ছায়ার প্রতিনিধি	প্রতিধ্বনি = ধ্বনির প্রতিনিধি

ব্যতিক্রম

প্রতি = বীপ্সা (বার বার) অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন:

প্রতিক্ষণ = ক্ষণে ক্ষণে	প্রতিদিন = দিন দিন
প্রতিগৃহ = গৃহে গৃহে	প্রতিমূর্তি = মূর্তির অনুরূপ

নিয়ম-৭: উপ = সমীপে (কাছে) অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন:
উপকণ্ঠ = কণ্ঠের সমীপে,
উপকূল = কূলের সমীপে,
উপনগর = নগরীর সমীপে ইত্যাদি।

কিন্তু 'উপ' 'ক্ষুদ্র' অর্থ বোঝালে 'সদৃশ' হয়। যেমন:

উপদ্বীপ = দ্বীপের সদৃশ	উপকথা = কথার সদৃশ
উপজেলা = জেলার সদৃশ	উপনদী = নদীর সদৃশ
উপবন = বনের সদৃশ	উপমাতা = মাতার সদৃশ
উপগ্রহ = গ্রহের সদৃশ	উপভাষা = ভাষার সদৃশ
উপশহর = শহরের সদৃশ	উপসাগর = সাগরের সদৃশ

প্রাদি সমাস

১. প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তবে তাকে প্রাদি সমাস বলে।

২. কিংবা পূর্ব পদে উপসর্গ বসে যে সমাস হয়, তাকে প্রাদি সমাস বলে।
যেমন:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
অতিকায়	অতি (অতি বড়ো) কায়
প্রভাত	প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত
পরিভ্রমণ	পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ
অনুতাপ	অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ
প্রগতি	প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) গতি
প্রবচন	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন

নিত্য সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্যসমাস বলে। অর্থাৎ যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না কিংবা তা করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে নিত্য সমাস বলা হয়। যেমন:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	দেশান্তর	অন্য দেশ
দুগ্ধফেননিভ	দুগ্ধ ফেনার তুল্য	দর্শনমাত্র	কেবল দর্শন
গৃহান্তর	অন্য গৃহ	জলমাত্র	কেবল জল
বিরানব্বই	দুই এবং নব্বই	আমরা	তুমি, আমি ও সে
কালান্তর	অন্য কাল	লোকান্তর	অন্য লোক
কালসাপ	(বিষাক্ত) কাল (যম) তুল্য যে সাপ		

এক কথায় উত্তর

১. **'সমাস' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী?**
উত্তর: সম + √অস্ = সমাস।

২. **সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম কী?**
উত্তর: সমস্তপদ।

৩. **অপ্রধান সমাস কত প্রকার?**
উত্তর: তিন প্রকার।

৪. **একাধিক পদের একপদী করণকে বলে-**
উত্তর: সমাস।

৫. **সমাস অর্থ-**
উত্তর: সংক্ষেপণ।

৬. **সমাসের রীতি কোন ভাষা থেকে এসেছে?**
উত্তর: সংস্কৃত।

৭. **সমাস ভাষাকে-**
উত্তর: সংক্ষেপ করে।

৮. **সাধারণত সমাসের কোন পদে কারক বিভক্তি থাকে?**
উত্তর: শেষ পদে।

৯. **ব্যাসবাক্যের অপর নাম কি?**
উত্তর: বিগ্রহবাক্য।

১০. **সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে বলে-**
উত্তর: সমস্যমান পদ।

১১. **সমাস প্রধানত কত প্রকার?**
উত্তর: ৪ প্রকার।

১২. **পূর্বপদ ও পরপরদ উৎসের-ই প্রাধান্য থাকে কোন সমাসে?**
উত্তর: দ্বন্দ্ব সমাসে।

১৩. **তৎপুরুষ, কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাসে কোন পদ প্রধান?**
উত্তর: পরপদ।

১৪. **কোন সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ কোনটির অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় না?**
উত্তর: বহুব্রীহি সমাসে।

১৫. **দ্বন্দ্ব শব্দটির অর্থ কী?**
উত্তর: জোড়া।

১৬. **কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ?**
উত্তর: ভালো-মন্দ।

১৭. **ছেলে-মেয়ে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব সমাস?**
উত্তর: সাধারণ দ্বন্দ্ব।

১৮. **কোনটি মিলনার্থক দ্বন্দ্ব সমাস?**
উত্তর: দুধভাত।

১৯. **বিরোধ অর্থে কোন দ্বন্দ্ব সমাস ব্যবহার হয়েছে?**
উত্তর: অহি-নকুল।

২০. **জলে-স্থলে কী সমাস?**
উত্তর: অলুক দ্বন্দ্ব।

২১. **সাহেব, বিবি ও গোলাম কী ধরনের দ্বন্দ্ব সমাস?**
উত্তর: বহুপদী দ্বন্দ্ব।

২২. **সমার্থক অর্থে দ্বন্দ্বের ব্যবহার হয়েছে কোনটিতে?**
উত্তর: চিঠি-পত্র।

২৩. **কোনটি একশেষ দ্বন্দ্বের উদাহরণ?**
উত্তর: দম্পতি।

২৪. **দ্বন্দ্ব সমাসের বিপরীত সমাস কোনটি?**
উত্তর: বহুব্রীহি।

২৫. **বিশেষণের সাথে বিশেষ্যের যে সমাস হয়-**
উত্তর: কর্মধারয় সমাস।

২৬. **কোনটি কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?**
উত্তর: মহানবী।

২৭. **নবপৃথিবী এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?**
উত্তর: নব যে পৃথিবী।

২৮. **মহাকীর্তি এর ব্যাসবাক্য-**
উত্তর: মহতী যে কীর্তি।

২৯. **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?**
উত্তর: চালকুমড়া।

৩০. **সুন্দরলতা এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?**
উত্তর: সুন্দরী যে লতা।

৩১. **রক্তলাল কোন সমাস?**
উত্তর: উপমান কর্মধারয়।

৩২. **প্রত্যক্ষ কোন বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোন বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয়?**
উত্তর: উপমেয়।

৩৩. **কোনটি উপমিত কর্মধারয় সমাস?**
উত্তর: ফুলকুমারী।

৩৪. **রূপক কর্মধারয়ের উদাহরণ-**
উত্তর: সুখসাগর।

৩৫. **সমাহার অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়-**
উত্তর: দ্বিগু সমাস।

৩৬. **কোনটি দ্বিগু সমাসের উদাহরণ?**
উত্তর: পঞ্চনদ।

৩৭. **ত্রিফলা এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?**
উত্তর: ত্রি ফলের সমাহার।

৩৮. **বইপড়া কোন সমাস?**
উত্তর: দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

৩৯. **কোনটি তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?**
উত্তর: জনাকীর্ণ।

৪০. **তপোবন এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?**
উত্তর: তপের নিমিত্ত বন।

৪১. **অধর্ম কোন সমাস?**
উত্তর: নঞ্ তৎপুরুষ।

৪২. উপপদ তৎপুরুষ সমাস কোনটি?
উত্তর: পঙ্কজ।

৪৩. কলে ছাঁটা কোন সমাস?
উত্তর: অলুক তৎপুরুষ।

৪৪. অব্যয়ীভাব সমাস কোনটি?
উত্তর: আলুনি।

৪৫. উপশহর কোন অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস?
উত্তর: ক্ষুদ্র অর্থে।

৪৬. আরক্তিম কোন সমাস?
উত্তর: অব্যয়ীভাব।

৪৭. প্রাদি সমাস কোনটি?
উত্তর: অনুতাপ।

৪৮. কোন সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ হয় না?
উত্তর: অলুক সমাস।

৪৯. যে সমাসে ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না-
উত্তর: নিত্যসমাস।

৫০. নিত্য সমাসের উদাহরণ কোনটি?
উত্তর: দর্শনমাত্র।

৫১. অনুতাপ এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
উত্তর: অনুতে যে তাপ।

৫২. কোন সমাসের পূর্বপদে উপসর্গ বসে?
উত্তর: প্রাদি সমাস।

৫৩. যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটির নাম কী?
উত্তর: সমস্যমান পদ।

৫৪. সাধারণত সমাসে কোন পদে কারক বিভক্তি থাকে?
উত্তর: বিশেষ্য পদ।

৫৫. অহিনকুল কোন সমাস?
উত্তর: দ্বন্দ্ব।

৫৬. 'ছেলে-মেয়ে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব সমাস?
উত্তর: সাধারণ দ্বন্দ্ব।

৫৭. 'গমনাগমন' শব্দটি কোন সমাস?
উত্তর: দ্বন্দ্ব।

৫৮. 'জমা-খরচ' সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
উত্তর: জমা ও খরচ।

৫৯. পথে ও প্রান্তরে = পথে-প্রান্তরে– এটি কোন সমাস?
উত্তর: দ্বন্দ্ব।

৬০. 'কাপুরুষ" শব্দের সমাস কোনটি?
উত্তর: কর্মধারয় সমাস।

৬১. 'কদাচার' শব্দটি কোন সমাস?
উত্তর: কর্মধারয়।

৬২. 'খাসমহল' (খাস যে মহল) কোন সমাস?
উত্তর: কর্মধারয়।

৬৩. 'পুষ্পাঞ্জলি' শব্দটি কীভাবে গঠিত?
উত্তর: সমাসযোগে।

৬৪. 'ইত্যাদি' কোন সমাস (ইতি হতে আদি)?
উত্তর: তৎপুরুষ।

৬৫. কোনটি তৎপুরুষ?
উত্তর: মধুমাখা।

৬৬. 'হজ্জযাত্রী' কোন সমাস?
উত্তর: ৪র্থী তৎপুরুষ।

৬৭. 'রক্তনেত্র' এর ব্যাসবাক্য হবে–
উত্তর: রক্তের ন্যায় নেত্র যার।

৬৮. মহাত্মা কোন সমাসের উদাহরণ
উত্তর: বহুব্রীহি।

৬৯. 'দিগম্বর' (দিক অম্বর যার) কোন সমাস?
উত্তর: বহুব্রীহি।

৭০. 'ত্রিভুজ' কোন সমাস?
উত্তর: দ্বিগু।

৭১. কোনটি দ্বিগু সমাস?
উত্তর: চৌরাস্তা।

৭২. 'পঞ্চনদ কোন সমাসের উদারহণ–
উত্তর: দ্বিগু।

৭৩. 'চতুষ্পদ' কোন সমাস?
উত্তর: দ্বিগু সমাস।

৭৪. 'সপ্তর্ষি' শব্দটি কোন সমাস?
উত্তর: দ্বিগু সমাস।

৭৫. পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে কোন বহুব্রীহি সমাস হয়?
উত্তর: সমানাধিকরণ।

৭৬. 'উপকূল' কোন সমাস?
উত্তর: অব্যয়ীভাব সমাস।

৭৭. 'বেহায়া' কোন সমাস?
উত্তর: অব্যয়ীভাব সমাস।

৭৮. 'উদ্বেগ' কোন সমাসের উদাহরণ?
উত্তর: অব্যয়ীভাব।

৭৯. 'উপশহর' শব্দটি কোন সমাস?
উত্তর: অব্যয়ীভাব।

৮০. সমাসবদ্ধ পদের পরবর্তী অংশকে কী বলা হয়?
উত্তর: পর পদ।

৮১. 'অনুতাপ' পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কী?
উত্তর: তাপের পশ্চাৎ

৮২. 'গরমিল'-এর সঠিক ব্যাসবাক্য কী?
উত্তর: মিলের অভাব।

৮৩. হাভাতে-এর সঠিক ব্যাসবাক্য কী?
উত্তর: ভাতের অভাব।

৮৪. কানাকানি কোন সমাসের উদাহরণ?
উত্তর: ব্যাতিহার বহুব্রীহি।

৮৫. 'গায়ে হলুদ' কোন সমাস?
উত্তর: অলুক বহুব্রীহি।

৮৬. 'গোঁফ খেজুরে' কোন সমাস?
উত্তর: মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি।

৮৭. যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য তাকে কোন সমাস বলে?
উত্তর: ব্যধিকরণ বহুব্রীহি।

Teacher's Work

১. 'চিকিৎসাশাস্ত্র' কোন সমাস? (৪৩তম বিসিএস)
ক কর্মধারয় খ বহুব্রীহি
গ অব্যয়ীভাব ঘ তৎপুরুষ — ক

২. 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ? (৩৮তম বিসিএস)
ক তৎপুরুষ খ কর্মধারয়
গ অব্যয়ীভাব ঘ বহুব্রীহি — ক

৩. সমাস ভাষাকে– (৩৮তম ও ২৯তম বিসিএস)
ক বিস্তৃত করে খ সংক্ষেপ করে
গ অর্থবোধক করে ঘ ভাষারূপে ক্ষুণ্ন করে — খ

৪. 'জলে-স্থলে' কী সমাস? (৩৭তম বিসিএস)
ক সমার্থক দ্বন্দ্ব খ বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব
গ অলুক দ্বন্দ্ব ঘ একশেষ দ্বন্দ্ব — গ

৫. বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদ কোনটি? (৩৬তম বিসিএস)
ক জনশ্রুতি খ অনমনীয়
গ খাসমহল ঘ তপোবন — খ

৬. পরস্পর অন্বয়যুক্ত দুই বা ততোধিক পদকে এক পদে পরিণত করার নাম-
ক সন্ধি খ প্রত্যয়
গ সমাস ঘ পুরুষ — গ

৭. অহি-নকুল কোন সমাস?
ক কর্মধারয় খ বহুব্রীহি
গ দ্বিগু ঘ দ্বন্দ্ব — ঘ

৮. 'সিংহাসন' শব্দটি কোন প্রক্রিয়ায় গঠিত?
ক মধ্যপদলোপী খ উপমান
গ উপমিত ঘ রূপক — ক

৯. পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে বলে-
ক বহুব্রীহি সমাস খ দ্বন্দ্ব সমাস
গ কর্মধারয় সমাস ঘ তৎপুরুষ সমাস — ঘ

১০. 'রাজপথ' এর ব্যাসবাক্য কোনটি হবে?
ক পথের রাজা খ রাজার পথ
গ রাজা নির্মিত পথ ঘ রাজাদের পথ — ক

দ্বিরুক্ত শব্দ

সংজ্ঞা: দ্বিরুক্ত অর্থ দু'বার উক্ত হয়েছে এমন। বাংলা ভাষার কোনো কোনো শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ, এক বার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলো দু'বার ব্যবহার করলে অন্য কোনো সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। এ ধরনের শব্দের পরপর দু'বার প্রয়োগেই দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হয়।
যেমন- 'আমার জ্বর জ্বর লাগছে।' অর্থ' ঠিক জ্বর নয়, জ্বরের ভাব অর্থে এই প্রয়োগ।
দ্বিরুক্ত শব্দ নানা রকম হতে পারে:
(১) শব্দের দ্বিরুক্তি (২) পদের দ্বিরুক্তি ও (৩) অনুকার দ্বিরুক্তি।

শব্দের দ্বিরুক্তি

১. একই শব্দ দু'বার ব্যবহার করা হয় এবং শব্দ দু'টি অবিকৃত থাকে। যথা- **ভাল ভাল** ফল, **ফোঁটা ফোঁটা** পানি, **বড় বড়** বই ইত্যাদি।
২. একই শব্দের সঙ্গে সমার্থক আর একটি শব্দ যোগ করে ব্যবহৃত হয়। যথা- ধন-দৌলত, খেলা-ধুলা, লালন-পালন, বলা-কওয়া, খোঁজ-খবর ইত্যাদি।
৩. দ্বিরুক্ত শব্দ-জোড়ার দ্বিতীয় শব্দটির আংশিক পরিবর্তন হয়। যেমন- মিট-মাট, ফিট-ফাট, বকা-ঝকা, তোড়-জোড়, গল্প-সল্প, রকম-সকম ইত্যাদি।
৪. সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ যোগে।
যেমন- লেন-দেন, দেনা-পাওনা, টাকা-পয়সা, ধনী-গরিব, আসা-যাওয়া ইত্যাদি।

পদের দ্বিরুক্তি

১. দুটো পদে একই বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়, শব্দ দুটো ও বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে।
যেমন- ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে। দেশে দেশে ধন্য ধন্য করতে লাগল। **মনে মনে** আমিও এ কথাই ভেবেছি।
২. দ্বিতীয় পদের আংশিক ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পদ-বিভক্তি অবিকৃত থাকে।
যেমন-চোর **হাতে নাতে** ধরা পড়েছে। আমার সন্তান যেন থাকে **দুধে ভাতে**।

পদের দ্বিরুক্তির প্রয়োগ

বিশেষ্য শব্দযুগলের বিশেষণ রূপে ব্যবহার

০১. **আধিক্য বোঝাতে:** রাশি রাশি ধান, ধামা ধামা ধান;
০২. **সামান্য বোঝাতে:** আমি আজ **জ্বর জ্বর** বোধ করছি।
০৩. **পরম্পরতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে:**
তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ।
০৪. **ক্রিয়া বিশেষণ:** ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।
০৫. **অনুরূপ কিছু বোঝাতে:** তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই।
০৬. **আগ্রহ বোঝাতে:** ও দাদা দাদা বলে কাঁদছে।

বিশেষণ শব্দযুগলের বিশেষণ রূপে ব্যবহার

১. **আধিক্য বোঝাতে :** **ভাল ভাল** আম নিয়ে এসো।
ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল।
২. **তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে:** গরম গরম জিলাপী, নরম নরম হাত।
৩. **সামান্যতা বোঝাতে:** উড়ু উড়ু ভাব; কালো কালো চেহারা।

সর্বনাম শব্দ

বহু বচন বা আধিক্য বোঝাতে:
সে সে লোক গেল কোথায়? **কে কে** এল? **কেউ কেউ** বলে।

ক্রিয়াবাচক শব্দ

১. **বিশেষণ রূপে:**
এ দিকে রোগীর তো **যায় যায়** অবস্থা।

২. **স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে:**
দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এলো।

৩. **ক্রিয়া বিশেষণ:**
দেখে দেখে যেও।

৪. **পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে:**
ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি।

অব্যয়ের দ্বিরুক্তি

১. **ভাবের গভীরতা বোঝাতে:**
তার দুঃখ দেখে সবাই **হায় হায়** করতে লাগল।
ছি ছি, তুমি কী করেছ?

২. **পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে:**
বার বার সে কামান গর্জে উঠল।

৩. **অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে:**
ভয়ে গা **ছম ছম** করছে।
ফোঁড়াটা **টন টন** করছে।

৪. **বিশেষণ বোঝাতে:**
পিলসুজে বাতি জ্বলে **মিটির মিটির**।

৫. **ধ্বনিব্যঞ্জনা:**
ঝির ঝির করে বাতাস বইছে।
বৃষ্টি পড়ে **টাপুর টুপুর**

যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত শব্দের গঠন

একই শব্দ ঈষৎ পরিবর্তন করে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠনের রীতিকে বলে যুগ্মরীতি। যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত গঠনের কয়েকটি নিয়ম রয়েছে। যেমন-

১. **শব্দের আদি স্বরের পরিবর্তন করে:**
চুপচাপ, মিটমাট, জারিজুরি।

২. **শব্দের অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন করে:**
মারামারি, হাতাহাতি, সরাসরি, জেদাজেদি।

৩. **দ্বিতীয় বার ব্যবহারের সময় ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনে :**
ছটফট, নিশপিশ, ভাতটাত।

৪. **সমার্থক বা একার্থক সহচর শব্দ যোগে :**
চালচলন, রীতিনীতি, বনজঙ্গল, ভয়ডর।

৫. **ভিন্নার্থক শব্দ যোগে :**
ডালভাত, তালাচাবি, পথঘাট, অলিগলি।

৬. **বিপরীতার্থক শব্দ যোগে :**
ছোট-বড়, আসা-যাওয়া, জন্ম-মৃত্যু, আদান-প্রদান।

পদাত্মক দ্বিরুক্তি

বিভক্তিযুক্ত পদের দুবার ব্যবহারকে **পদাত্মক দ্বিরুক্তি** বলা হয়। এগুলো দুরকমে গঠিত হয়।
যেমন-

১. একই পদের অবিকৃত অবস্থায় দুবার ব্যবহার।
যথা-**ভয়ে ভয়ে** এগিয়ে গেলাম। **হাটে হাটে** বিকিয়ে তোর ভরা আপণ।

২. যুগ্ম রীতিতে গঠিত দ্বিরুক্ত পদের ব্যবহার।
যথা-হাতে-নাতে, আকাশে-বাতাসে, কাপড়-চোপড়, দলে-বলে ইত্যাদি।

বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ

ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো। (সতর্কতা)
ফুলগুলো তুই আনরে **বাছা বাছা।** (ভাবের প্রগাঢ়তা)
থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে। (কালের বিস্তার)
লোকটা **হাড়ে হাড়ে** শয়তান। (আধিক্য)
খাঁচার **ফাঁকে ফাঁকে,** পরশে **মুখে মুখে,** নীরবে **চোখে চোখে** চায়।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি

কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুকৃতিবিশিষ্ট শব্দের রূপকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। এ জাতীয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের দু'বার প্রয়োগের নাম ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি। ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুত্ব, আধিক্য ইত্যাদি বোঝায়। ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ কয়েকটি উপায়ে গঠিত হয়। যেমন-

১. **মানুষের ধ্বনির অনুকার:**
ভেউ ভেউ– মানুষের উচ্চস্বরে কান্নার ধ্বনি। এরূপ– ট্যা ট্যা, হি হি ইত্যাদি।

২. **জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকার :**
ঘেউ ঘেউ (কুকুরের ধ্বনি)। এ রূপ- মিউ মিউ (বিড়ালের ডাক), কুহু কুহু (কোকিলের ডাক), কা কা (কাকের ডাক) ইত্যাদি।

৩. **বস্তুর ধ্বনির অনুকার :**
ঘচাঘচ (ধান কাটার শব্দ)। এ রূপ- মড় মড় (গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ), ঝম ঝম (বৃষ্টি পড়ার শব্দ), হু হু (বাতাস প্রবাহের শব্দ) ইত্যাদি।

৪. **অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির অনুকার :**
ঝিকিমিকি (ঔজ্জ্বল্য)। এ রূপ- ঠা ঠা (রোদের তীব্রতা), কুট কুট (শরীরে কামড় লাগার মত অনুভূতি)। অনুরূপভাবে- মিন মিন, পিট পিট, ঝি ঝি ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি গঠন

১. **একই (ধ্বন্যাত্মক. শব্দের অবিকৃত প্রয়োগ:**
ধব ধব, ঝন ঝন, পট পট।

২. **প্রথম শব্দটির শেষে আ যোগ করে:**
গপাগপ, টপাটপ, পটাপট।

৩. **দ্বিতীয় শব্দটির শেষে ই যোগ করে:**
ধরাধরি, ঝমঝমি, ঝনঝনি।

৪. **যুগ্মরীতিতে গঠিত ধ্বন্যাত্মক শব্দ:**
কিচির মিচির (পাখি বা বানরের শব্দ), টাপুর টুপুর (বৃষ্টি পতনের শব্দ), হাপুস হুপুস (গোগ্রাসে কিছু খাওয়ার শব্দ)।

৫. **আনি-প্রত্যয় যোগেও বিশেষ্য দ্বিরুক্তি গঠিত হয়:**
পাখিটার **ছটফটানি** দেখলে কষ্ট হয়।
তোমার **বকবকানি** আর ভাল লাগে না।

বিভিন্ন পদ রূপে ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার

১. **বিশেষ্য :** 'বৃষ্টির **ঝমঝমানি** আমাদের অস্থির করে তোলে।'

২. **বিশেষণ :** 'নামিল নভে বাদল **ছলছল** বেদনায়।'

৩. **ক্রিয়া :** '**কলকলিয়ে** উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ।'

৪. **ক্রিয়া বিশেষণ :** '**চিকচিক** করে বালি কোথা নাহি কাদা।'

এক কথায় উত্তর

১. **একই শব্দ বারবার ব্যবহৃত হলে তাকে কী বলে?**
উত্তর: দ্বিরুক্ত শব্দ ।

২. **আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। এখানে 'দুধে ভাতে' কোন ধরনের দ্বিরুক্তি?**
উত্তর: পদের দ্বিরুক্তি ।

৩. **'ধরাধরি' কোন ধরনের দ্বিরুক্তি শব্দ?**
উত্তর: ধনাত্মক দ্বিরুক্তি ।

৪. **দ্বিরুক্ত অর্থ কি?**
উত্তর: দু'বার উক্ত হয়েছে এমন ।

৫. **ডাল-ভাত কোন অর্থের সংযোগে দ্বিরুক্ত হয়েছে?**
উত্তর: ভিন্নার্থক ।

৬. **বিশেষ্যপদযোগে গঠিত দ্বিরুক্ত শব্দ কোনটি?**
উত্তর: বাড়ি-বাড়ি যাব ।

৭. **বিশেষণ পদযোগে গঠিত দ্বিরুক্ত শব্দ কোনটি?**
উত্তর: লাল লাল ফুল ।

৮. **'রাশি রাশি ধান'- এখানে রাশি রাশি দ্বিরুক্তিটি কোন অর্থে বসেছে?**
উত্তর: আধিক্য বোঝাতে ।

৯. **ধ্বনি বাচক দ্বিরুক্ত শব্দ-**
উত্তর: কড়কড় ।

১০. **'দাদা দাদা বলে কাঁদছে'- এ বাক্যে কোন দ্বিরুক্তির প্রয়োগ ঘটেছে?**
উত্তর: পদাত্মক ।

১১. **'ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি'- এখানে কোন অর্থে দ্বিরুক্তি শব্দের প্রয়োগ হয়েছে?**
উত্তর: পৌনঃপুনিকতা ।

১২. **ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ কোনটি?**
উত্তর: ঝম ঝম ।

১৩. **বিপরীতার্থক শব্দ যোগে গঠিত দ্বিরুক্তির কোনটি?**
উত্তর: আদান-প্রদান ।

১৪. **ক্রিয়া বিশেষণ যোগে গঠিত দ্বিরুক্ত শব্দ কোনটি?**
উত্তর: দেখে দেখে খাও ।

১৫. **বিশেষণ বোঝাতে অব্যয়ের দ্বিরুক্তি ঘটেছে কোনটিতে?**
উত্তর: পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির ।

১৬. **বিভক্তিযুক্ত পদের দুবার ব্যবহারকে বলে-**
উত্তর: পদাত্মক দ্বিরুক্তি ।

১৭. **'আমার জ্বর জ্বর লাগছে'- এখানে জ্বর জ্বর কোন ধরনের শব্দ?**
উত্তর: দ্বিরুক্তি শব্দ ।

১৮. **তীব্রতা বোঝাতে কোন দ্বিরুক্তিটি ব্যবহার হয়েছে?**
উত্তর: নরম নরম হাত ।

১৯. **কোনটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি?**
উত্তর: মড় মড় ।

২০. **কোনটি অব্যয়বাচক দ্বিরুক্তির উদাহরণ?**
উত্তর: ছম ছম ।

২১. **কোনটি অনুভূতিজাত দ্বিরুক্তির উদাহরণ?**
উত্তর: কুট কুট ।

২২. **'রীতিনীতি' কোন যুগ্মরীতিতে গঠিত দ্বিরুক্ত শব্দ?**
উত্তর: সমার্থকযোগে ।

Teacher's Work

১. **বিশেষণ পদযোগে গঠিত দ্বিরুক্ত শব্দ কোনটি?** [নির্বাচন কমিশনের অফিস সহায়ক'২৩; সিজিএ এর অফিস সহায়ক'২২]
ক লাল লাল ফুল খ জ্বর জ্বর লাগছে
গ গ্রামে গ্রামে যাব ঘ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ **ক**

২. **'ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছি'।- এ বাক্যে 'ডেকে ডেকে' কোন অর্থ প্রকাশ করে?** [৪৩তম বিসিএস]
ক অসহায়ত্ব খ বিরক্তি
গ কালের বিস্তার ঘ পৌনঃপুনিকতা **ঘ**

৩. **আমার জ্বর জ্বর লাগবে- 'জ্বর জ্বর' শব্দ দুটি অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হওয়াকে বলে-** [৪২তম বিসিএস]
ক দ্বিরুক্ত শব্দ খ সমার্থক শব্দ
গ যুগ্মশব্দ ঘ শব্দদ্বিত্ব **ক**

৪. **ক্রিয়ার দ্বিরুক্তি যোগে গঠিত বিশেষণের দৃষ্টান্ত হলো-** [প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক অফিসার'২১; সমন্বিত ৭ ব্যাংক সিনিয়র অফিসার'২১]
ক ডেকে ডেকে খ বারে বারে
গ যায় যায় ঘ দেখতে দেখতে **গ**

৫. **'রাশি' শব্দের দ্বিরুক্তিতে কোন অর্থ প্রকাশ পায়?**
ক সামান্য খ আধিক্য
গ আতিশয্য ঘ শূন্য **খ**

৬. **'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান' এখানে 'টুপুর' কোন ধরনের শব্দ?**
ক অবস্থাবাচক শব্দ খ বাক্যালঙ্কার শব্দ
গ ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঘ দ্বিরুক্ত শব্দ **গ**

৭. **'হাটে হাটে বিকিয়ে তোর ভরা আপণ'- এ বাক্যে কোন দ্বিরুক্তির প্রয়োগ ঘটেছে?**
ক যুগ্মরীতি খ অব্যয়ের
গ ধ্বনাত্মক ঘ পদাত্মক **ঘ**

বাক্য সংকোচন

প্রাথমিক আলোচনা

একাধিক পদ বা বাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে, তাকে বাক্য সংকোচন বলে।

বাক্য সংকোচনের ফলে ভাষা সুন্দর, সংক্ষিপ্ত, স্নিগ্ধ, শ্রুতিমধুর হয়। এটি পরিভাষা গঠনেও সাহায্য করে। আর এ কারণেই ভাষায় বাক্য সংকোচনের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যয়যোগে, সমাসের সাহায্যে কিংবা অন্য কোনো আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করে বাক্য সংকোচন করা যায়।

অক্ষি বা চক্ষু সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

১.	অক্ষির অভিমুখে/সমক্ষে বর্তমান	= প্রত্যক্ষ
২.	অক্ষির অগোচরে	= পরোক্ষ
৩.	অক্ষি পত্রের (চোখের পাতা) লোম	= অক্ষিপক্ষ্ম
৪.	অক্ষির সমীপে	= সমক্ষ
৫.	চোখের কোণ	= অপাঙ্গ
৬.	চোখে দেখা যায় এমন	= চক্ষুগোচর
৭.	চক্ষুলজ্জা নাই যাহার	= চশমখোর
৮.	চক্ষু দ্বারা গৃহীত যা	= চাক্ষুষ
৯.	চোখের নিমেষ না ফেলিয়া	= অনিমেষ
১০.	চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত	= চাক্ষুষ
১১.	পদ্মের ন্যায় অক্ষি বা চোখ	= পুণ্ডরীকাক্ষ

বিভিন্ন রকম জয়ন্তী

১.	পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	= রজত জয়ন্তী
২.	পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	= সুবর্ণ জয়ন্তী
৩.	ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	= হীরক জয়ন্তী
৪.	একশত পঞ্চাশ বছর	= সার্ধশতবর্ষ
৫.	৭৫ বছর	= প্লাটিনাম
৬.	১০০ বছর	= শতবর্ষ

বিভিন্ন রকম ইচ্ছা

১.	অনুকরণ করার ইচ্ছা	= অনুচিকীর্ষা
২.	গোপন করার ইচ্ছা	= জুগুপ্সু
৩.	অনুসন্ধান করার ইচ্ছা	= অনুসন্ধিৎসা
৪.	অপকার করার ইচ্ছা	= অপচিকীর্ষা
৫.	উদক (জল) পানের ইচ্ছা	= উদন্যা
৬.	করার ইচ্ছা	= চিকীর্ষা
৭.	ক্ষমা করার ইচ্ছা	= চিক্ষমিষা
৮.	খাইবার ইচ্ছা	= ক্ষুধা
৯.	গমন করার ইচ্ছা	= জিগমিষা
১০.	জয় করার ইচ্ছা	= জিগীষা
১১.	জানবার ইচ্ছা	= জিজ্ঞাসা
১২.	ত্রাণ লাভ করার ইচ্ছা	= তিতীর্ষা
১৩.	দান করার ইচ্ছা	= দিৎসা
১৪.	দেখবার ইচ্ছা	= দিদৃক্ষা
১৫.	নিন্দা করার ইচ্ছা	= জুগুপ্সা
১৬.	নির্মাণ করার ইচ্ছা	= নির্মিৎসা
১৭.	প্রতিকার করার ইচ্ছা	= প্রতিচিকীর্ষা
১৮.	প্রবেশ করার ইচ্ছা	= বিবক্ষা
১৯.	প্রতিবিধান করার ইচ্ছা	= প্রতিবিধিৎসা
২০.	পান করার ইচ্ছা	= পিপাসা
২১.	প্রিয় কাজ করার ইচ্ছা	= প্রিয়চিকীর্ষা
২২.	বমন করার ইচ্ছা	= বিবমিষা
২৩.	বাস করার ইচ্ছা	= বিবৎসা
২৪.	বিজয় লাভের ইচ্ছা	= বিজিগীষা
২৫.	বেঁচে থাকার ইচ্ছা	= জিজীবিষা
২৬.	ভোজন করার ইচ্ছা	= বুভুক্ষা
২৭.	মুক্তি পেতে ইচ্ছা	= মুমুক্ষা
২৮.	যে রূপ ইচ্ছা	= যদৃচ্ছা
২৯.	রমণের ইচ্ছা	= রিরংসা
৩০.	লাভ করার ইচ্ছা	= লিপ্সা
৩১.	সৃষ্টি করার ইচ্ছা	= সিসৃক্ষা
৩২.	সেবা করার ইচ্ছা	= শুশ্রূষা
৩৩.	হিত করার ইচ্ছা	= হিতৈষা
৩৪.	হনন করার ইচ্ছা	= জিঘাংসা

বিভিন্ন রকম ডাক

১.	অশ্বের ডাক	= হ্রেষা
২.	কোকিলের ডাক	= কুহু
৩.	কুকুরের ডাক	= বুক্কন
৪.	পেঁচা বা উলূকের ডাক	= ঘৃৎকার
৫.	বাঘের ডাক	= গর্জন
৬.	ময়ূরের ডাক	= কেকা
৭.	মোরগের ডাক	= শকুনিবাদ
৮.	রাজহাঁস (পক্ষির) কর্কশ ডাক	= ক্রেঙ্কার
৯.	হাতির ডাক	= বৃংহণ বা বৃংহিত
১০.	বিহঙ্গের (পাখির) ডাক/ধ্বনি	= কূজন/কাকলি।

বিভিন্ন রকম ধ্বনি

১.	অলঙ্কারের ধ্বনি	= শিঞ্জন
২.	আনন্দজনক ধ্বনি	= নন্দিঘোষ
৩.	গম্ভীর ধ্বনি	= মন্দ্র
৪.	ঝনঝন শব্দ	= ঝনৎকার
৫.	ধনুকের ধ্বনি	= টঙ্কার
৬.	নূপুরের ধ্বনি	= নিক্বণ
৭.	বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি	= ঝংকার
৮.	বিহঙ্গের ধ্বনি	= কাকলি
৯.	ভ্রমরের শব্দ	= গুঞ্জন
১০.	শুকনো পাতার শব্দ	= মর্মর
১১.	সমুদ্রের ঢেউ	= ঊর্মি
১২.	সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ	= কল্লোল
১৩.	সেতারের ঝংকার	= কিঙ্কিনী

বিভিন্ন রকম চামড়া বা খোলস

১. বাঘের চর্ম = কৃত্তি
২. সাপের খোলস = নির্মোক বা কঞ্চুক
৩. হরিণের চর্ম = অজিন
৪. হরিণের চর্মের আসন = অজিনাসন

বিভিন্ন রকম শাবক বা বাচ্চা

১. হাতির শাবক (বাচ্চা) = করভ
২. ব্যাঙের ছানা = ব্যাঙাচি

নারী বিষয়ক বিভিন্ন বাক্য সংকোচন

১. অবিবাহিত জ্যেষ্ঠা থাকার পরও যে কনিষ্ঠার বিয়ে হয় = অগ্রোদিধিষু/পরিবেদন
২. উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত নটীগণের নৃত্য = যৌবত
৩. কুমারীর পুত্র = কানীন
৪. নারীর কটিভূষণ = রশনা
৫. নারীর কোমরবেষ্টনিভূষণ = মেখলা
৬. নারীর লীলাময়ী নৃত্য = লাস্য
৭. যে নারী অঘটন ঘটাতে পারদর্শী = অঘটনঘটনপটিয়সী
৮. যে নারী অতি উজ্জ্বল ও ফর্সা = মহাশ্বেতা
৯. যে নারী অপরের দ্বারা প্রতিপালিতা = পরভৃতা বা পরভৃতিকা
১০. যে নারীর অসূয়া (হিংসা) নেই = অনসূয়া
১১. যে নারী আনন্দ দান করে = বিনোদিনী
১২. যে নারী একবার সন্তান প্রসব করেছে = কাকবন্ধ্যা
১৩. যে নারী কলহপ্রিয় = খাণ্ডনী
১৪. যে নারী চিরকাল পিতৃগৃহবাসিনী = চিরণ্টী
১৫. যে নারী (বা গাভী) দুগ্ধবতী = পয়স্বিনী
১৬. যে নারীর দেহ সৌষ্ঠব সম্পন্ন = অঙ্গনা
১৭. যে নারীর নখ শূর্পের (কুলা) মত = শূর্পণখা
১৮. যে নারীর পঞ্চ স্বামী = পঞ্চভর্তৃকা
১৯. যে নারী পূর্বে অন্যের স্ত্রী ছিল = অন্যপূর্বা
২০. যে নারী প্রিয় বাক্য বলে = প্রিয়ংবদা
২১. যে নারী বার (সমূহ) গামিনী = বারাঙ্গনা
২২. যে নারীর বিয়ে হয়েছে = উঢ়া
২৩. যে নারীর (মেয়ের) বিয়ে হয়নি = কুমারী
২৪. যে নারীর বিয়ে হয় না = অনূঢ়া (আইবুড়ো অর্থে)
২৫. যে নারী বীর = বীরাঙ্গনা
২৬. যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে = বীরপ্রসূ
২৭. যে নারী শিশুসন্তানসহ বিধবা = বালপুত্রিকা
২৮. যে নারীর সন্তান হয় না = বন্ধ্যা
২৯. যে নারীর সন্তান বাঁচে না = মৃতবৎসা
৩০. যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে = নবোঢ়া
৩১. যে নারী স্বয়ং পতি বরণ করে = স্বয়ংবরা
৩২. যে নারী সাগরে বিচরণ করে = সাগরিকা
৩৩. যে নারীর স্বামী ও পুত্র জীবিত = বীরা বা পুত্রিণী
৩৪. যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত = অবীরা
৩৫. যে নারীর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে = অধিবিন্না
৩৬. যে নারীর স্বামী (ভর্তা) বিদেশে থাকে = প্রোষিতভর্তৃকা
৩৭. যে নারী সুন্দরী = রমা
৩৮. যে নারী সূর্যকে দেখে না (অন্তঃপুরে থাকে) = অসূর্যম্পশ্যা
৩৯. যে নারীর হাসি কুটিলতাবর্জিত = শুচিস্মিতা
৪০. যে নারীর হাসি সুন্দর = সুস্মিতা
৪১. যে মেয়ের বয়স দশ বৎসর = কন্যকা

পুরুষ বিষয়ক বিভিন্ন বাক্য সংকোচন

১. পুরুষের কটিবন্ধ = সরাসন
২. পুরুষের কর্ণভূষণ = বীরবৌলি
৩. যে (পুরুষ) দার পরিগ্রহ করেনি = অকৃতদার
৪. যে (পুরুষ) প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকতে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেছে = অধিবেত্তা
৫. (যে পুরুষ) পত্নীসহ বর্তমান = সপত্নীক
৬. (যে পুরুষ) স্ত্রীর বশীভূত = স্ত্রৈণ
৭. যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে = প্রোষিতপত্নীক বা প্রোষিতভার্য

দিন, রাত্রি ও বিভিন্ন সময় সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

১. দিনের পূর্ব ভাগ = পূর্বাহ্ণ
২. দিনের মধ্য ভাগ = মধ্যাহ্ন
৩. দিনের অপর ভাগ = অপরাহ্ণ
৪. দিনের সায় (অবসান) ভাগ = সায়াহ্ন
৫. প্রায় প্রভাত হয়েছে এমন = প্রভাতকল্প
৬. রাত্রির প্রথম ভাগ = পূর্বরাত্র
৭. রাত্রির মধ্যভাগ = মহানিশা
৮. রাত্রির শেষভাগ = পররাত্র
৯. রাত্রির তিনভাগ একত্রে = ত্রিযামা
১০. রাত্রিকালীন যুদ্ধ = সৌপ্তিক
১১. সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই দণ্ডকাল = ব্রাহ্মমুহূর্ত
১২. পূণ্যকর্ম সম্পাদনের জন্য শুভ দিন = পুণ্যাহ
১৩. যে দিন তিন তিথির মিলন ঘটে = ত্র্যহস্পর্শ
১৪. ঐতিহাসিককালেরও আগের = প্রাগৈতিহাসিক
১৫. অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালীন ব্রত (কুমারীদের) = সেঁজুতি
১৬. আশ্বিনমাসের পূর্ণিমা তিথি = কোজাগর
১৭. মাসের শেষ দিন = সংক্রান্তি
১৮. নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে (গ্রীষ্মকাল) = নিদাঘ
১৯. আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত = আদ্যোপান্ত

জন্ম, উৎপন্ন বিষয়ক বিভিন্ন বাক্য সংকোচন

১. অনুতে (পশ্চাতে) জন্মেছে যে = অনুজ
২. দুবার যার জন্ম হয়েছে = দ্বিজ
৩. ফুল হতে জাত = ফুলেল
৪. যার শুভ ক্ষণে জন্ম = ক্ষণজন্মা
৫. যে শিশু আটমাসে জন্মগ্রহণ করেছে = আটাসে
৬. যে সন্তান পিতার মৃত্যুর পর জন্মে = মরণোত্তর জাতক
৭. যে জমিতে ফসল জন্মায় না = ঊষর
৮. রেশম দিয়ে নির্মিত = রেশমি
৯. সরোবরে জন্মে যা = সরোজ
১০. জন্ম নাই যার = অজ

ব্যক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বাক্য সংকোচন

১. যার ঈহ (চেষ্টা) নেই = নিরীহ
২. যার বেশবাস সংবৃত নয় = অসংবৃত
৩. যার অন্য কোনো উপায় নেই = অনন্যোপায়

৪. যার দাঁড়ি গোঁফ উঠেনি = অজাতশ্মশ্রু
৫. যার পুত্র নেই = অপুত্রক
৬. যার দুটি মাত্র দাঁত = দ্বিরদ (হাতি)
৭. যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে = প্রত্যুৎপন্নমতি
৮. যার বরাহের (শূকর) মতো খুর = বরাখুরে
৯. যার সব কিছু হারিয়েছে = হৃতসর্বস্ব
১০. যার দুহাত সমান চলে = সব্যসাচী
১১. যার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ আছে = জাতিস্মর
১২. যার বংশ পরিচয় বা স্বভাব কেউই জানে না = অজ্ঞাতকুলশীল
১৩. যার কোনো তিথি নেই = অতিথি
১৪. যার অর্থ নেই = অর্থহীন
১৫. যিনি অতিশয় হিসাবি = পাটোয়ারি
১৬. অন্যের অপেক্ষা করতে হয় না যাকে = অনপেক্ষ
১৭. দেখে চোখের আশা মেটে না যাকে = অতৃপ্তদৃশ্য
১৮. যে পরের গুণেও দোষ ধরে = অসূয়ক
১৯. যে অগ্র পশ্চাৎ চিন্তা না করে কাজ করে = অবিমৃষ্যকারী
২০. যে সমাজের (বর্ণের) অন্তদেশে জন্মে = অন্ত্যজ
২১. যে আপনাকে হত্যা করে = আত্মঘাতী
২২. যে সুপথ থেকে কুপথে যায় = উন্মার্গগামী
২৩. যে আকৃষ্ট হচ্ছে = কৃষ্যমাণ
২৪. যে অপরের লেখা চুরি করে নিজ নামে চালায় = কুম্ভীলক
২৫. যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে = কৃতার্থম্মন্য
২৬. যে অন্য দিকে মন দেয় না = অনন্যমনা
২৭. যে বিদ্যা লাভ করেছে = কৃতবিদ্য
২৮. যে গমন করে না = নগ (পাহাড়)
২৯. যে রোগ নির্ণয় করতে হাতড়িয়ে ক্লান্ত = হাতুড়ে
৩০. যে ক্রমাগত রোদন করছে = রোরুদ্যমান
৩১. যে রব শুনে এসেছে = রবাহুত
৩২. যে সর্বত্র গমন করে = সর্বগ
৩৩. যে গৃহের বাইরে রাত্রিযাপন করতে ভালোবাসে = বারমুখো
৩৪. যে গাঁজায় নেশা করে = গেঁজেল
৩৫. আচারে নিষ্ঠা আছে যার = আচারনিষ্ঠ
৩৬. কোনো কিছু থেকেই যার ভয় নেই = অকুতোভয়
৩৭. কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী = কর্মঠ
৩৮. কাজে যার অভিজ্ঞতা আছে = করিতকর্মা
৩৯. শোনামাত্র যার মনে থাকে = শ্রুতিধর
৪০. মায়া (ছল) জানে না যে = অমায়িক
৪১. ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি = ঋত্বিক
৪২. অবজ্ঞায় নাক উঁচু করেন যিনি = উন্নাসিক
৪৩. জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত
৪৪. ন্যায় শাস্ত্র জানেন যিনি = নৈয়ায়িক
৪৫. ঠেঙিয়ে ডাকাতি করে যারা = ঠ্যাঙারে
৪৬. ধুর (তীক্ষ্ণ বুদ্ধি) ধারণ করে যে = ধুরন্ধর
৪৭. সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই যার = নাস্তিক
৪৮. সব কিছু সহ্য করেন যিনি = যুধিষ্ঠির
৪৯. বিশেষ খ্যাতি আছে যার = বিখ্যাত
৫০. স্বমত অন্যের উপর চাপিয়ে দেয় যে = স্বৈরাচারী
৫১. হিত ইচ্ছা করে যে = হিতৈষী
৫২. হরেক রকম বলে যে = হরবোলা

জয় ও দমন সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

১. ইন্দ্রকে জয় করেন যিনি = ইন্দ্রজিৎ
২. ইন্দ্রিয়কে জয় করেন যিনি = জিতেন্দ্রিয়
৩. শত্রুকে জয় করেন যিনি = পরঞ্জয় বা শত্রুজিৎ
৪. শত্রুকে হত্যা করেন যিনি = শত্রুঘ্ন
৫. অরিকে দমন করে যে = অরিন্দম

উপকার ও অপকার সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

১. উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে = কৃতজ্ঞ
২. উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে = অকৃতজ্ঞ
৩. উপকারীর অপকার করে যে = কৃতঘ্ন
৪. অপকার করার ইচ্ছা = অপচিকীর্ষা

বিভিন্ন স্থান সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

১. যার দুই দিকে অপ (জল) যার = দ্বীপ
২. যার চারদিকে স্থল =হ্রদ
৩. যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ = শ্বাপদসংকুল
৪. যে জমিতে দুবার ফসল হয় = দো-ফসলি
৫. যেখানে মৃতজন্তু ফেলা হয় = ভাগাড়/ উপশল্য
৬. হাতি রাখার স্থান = পিলখানা
৭. ঘোড়া রাখার স্থান = আস্তাবল
৮. অকর্মণ্য গবাদি পশু রাখার স্থান = পিঁজরাপোল
৯. উচ্চস্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র কুটির = টঙ্গি
১০. কাচের তৈরি বাড়ি = শিশমহল
১১. আকাশ ও পৃথিবী বা স্বর্গ ও মর্ত্য = ক্রন্দসী
১২. আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরাল = রোদসী

নেতিবাচক বাক্য সংকোচন

১. যা অতিক্রম করা যায় না = অনতিক্রম্য
২. যা অপনয়ন (দূর) করা যায় না = অনপনেয়
৩. যা অস্বীকার করা যায় না = অনস্বীকার্য
৪. যা আগুনে পোড়ে না = অগ্নিসহ
৫. যাকে দমন করা যায় না = অদম্য
৬. যা নিন্দিত নয় = অনিন্দিত
৭. যা পরিমাণ করা যায় না = অপরিমেয়
৮. যা প্রমাণ করা যায় না = অপ্রমেয়
৯. যা ভাবা যায় না = অভাবনীয়
১০. যাকে স্থানান্তর করা যায় না = স্থাবর
১১. যা আঘাত পায়নি = অনাহত
১২. যা আহুত (ডাকা) হয় নি = অনাহুত
১৩. যা বলা হয়নি = অনুক্ত
১৪. যা অতি দীর্ঘ নয় = নাতিদীর্ঘ
১৫. যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয় = নাতিশীতোষ্ণ
১৬. কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না = অনিবার্য

পূর্ব সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

১. যা পূর্বে কখনো হয় নি = অভূতপূর্ব
২. যা পূর্বে ছিল এখন নেই = ভূতপূর্ব
৩. যা পূর্বে শোনা যায় নি = অশ্রুতপূর্ব
৪. যা পূর্বে চিন্তা করা যায় না = অচিন্ত্যপূর্ব

কষ্টকর বা সহজ নয় সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

১. যা অপনয়ন (দূর) করা কষ্টকর = দুরপনেয়
২. যা উচ্চারণ করা কঠিন = দুরুচ্চার্য
৩. যা সহজে মুছে ফেলা যায় না = দুর্মোচ্য
৪. যা সহজে জানা যায় না = দুর্জ্ঞেয়
৫. যা কষ্টে লাভ করা যায় না = দুর্লভ
৬. দমন করা কষ্টকর যাকে = দুর্দমনীয়

যোগ্য সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

১. অন্তরে ঈক্ষণ যোগ্য = অন্তরীক্ষ
২. আরাধনা করিবার যোগ্য = আরাধ্য
৩. ক্ষমার যোগ্য = ক্ষমার্হ
৪. ক্ষমার অযোগ্য = ক্ষমার্য
৫. ক্রয় করার যোগ্য = ক্রেয়
৬. খাওয়ার যোগ্য = খাদ্য
৭. খাওয়ার যোগ্য নয় = অখাদ্য
৮. ঘ্রাণের যোগ্য = ঘ্রেয়
৯. ঘৃণার যোগ্য = ঘৃণার্হ/ঘৃণ্য
১০. চিবিয়ে খাবার যোগ্য = চর্ব্য
১১. চুষে খাবার যোগ্য = চোষ্য
১২. চেটে খাবার যোগ্য = লেহ্য
১৩. জানিবার যোগ্য = জ্ঞাতব্য
১৪. দান করার যোগ্য = দাতব্য
১৫. দেওয়ার অযোগ্য = অদেয়
১৬. ধন্যবাদের যোগ্য = ধন্যবাদার্হ
১৭. নিন্দার যোগ্য নয় = অনিন্দ্য
১৮. নৌ চলাচলের যোগ্য = নাব্য
১৯. প্রশংসার যোগ্য = প্রশংসার্হ
২০. পাঠ করিবার যোগ্য = পাঠ্য
২১. পান করার যোগ্য = পেয়
২২. ফেলে দেবার যোগ্য = ফেল্না
২৩. বলার যোগ্য নয় = অকথ্য
২৪. বরণ করিবার যোগ্য = বরেণ্য বা বরণীয়
২৫. বিক্রয় করার যোগ্য = বিক্রেয়
২৬. মান-সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য = মাননীয়
২৭. রন্ধনের যোগ্য = পাচ্য
২৮. শ্রবণের অযোগ্য = অশ্রাব্য
২৯. স্মরণের যোগ্য = স্মরণার্হ

যাচ্ছে, হচ্ছে সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

১. যা অস্ত যাচ্ছে = অস্তায়মান
২. যা অনুভব করা হচ্ছে = অনুভূয়মান
৩. যা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে = অপসৃয়মাণ
৪. যা উপলব্ধি করা যাচ্ছে = উপলভ্যমান
৫. যা বহন করা হচ্ছে = নীয়মান
৬. যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে = বর্ধিষ্ণু
৭. যা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে = ক্ষীয়মাণ
৮. যা ক্রমশ বিস্তীর্ণ হচ্ছে = ক্রমবিস্তার্যমান
৯. যা বলা হচ্ছে = ব্যক্ত
১০. যা পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে = দেদীপ্যমান
১১. যা পুনঃ পুনঃ দুলছে = দোদুল্যমান
১২. যা দীপ্তি পাচ্ছে = দেদীপ্যমান

বর্ণ, গন্ধ সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

১. ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার = আঁষটে
২. নীলবর্ণ পদ্ম = ইন্দিবর
৩. রক্তবর্ণ পদ্ম = কোকনদ
৪. শ্বেতবর্ণ পদ্ম = পুণ্ডরীক্ষ

গাছ, ফল ও ফসল সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

১. চৈত্র মাসে উৎপন্ন ফসল = চৈতালি
২. পৌষ মাসে উৎপন্ন ফসল = পৌষালি
৩. হেমন্তকালে উৎপন্ন ফসল = হৈমান্তিক
৪. ক্ষুদ্র গাছ = গাছড়া
৫. ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় = ওষধি
৬. যে গাছ অন্যকে আশ্রয় করে বাঁচে = পরগাছা
৭. যে গাছ কোন কাজে লাগে না = আগাছা
৮. যে সব গাছ থেকে ঔষধ প্রস্তুত হয় = ঔষধি
৯. পদ্মের ঝাড় বা মৃণালসমূহ = মৃণালিনী

গমন করা ও চরা সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

১. জলে ও স্থলে চরে যে = উভচর
২. বাতাসে (ক-তে) চরে যে = কপোত
৩. আকাশে (খ-তে) চরে যে = খেচর
৪. সর্বত্র গমন করে যিনি = সর্বগ
৫. গমন করেনা যা = নগ
৬. লাফিয়ে গমন করে যা = প্লবগ

পাণ্ডিত্য, দক্ষতা ও অভিজ্ঞ সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

১. ইতিহাস রচনা করেন যিনি = ঐতিহাসিক
২. ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি = ইতিহাসবেত্তা
৩. ইন্দ্রজাল (জাদু) বিদ্যায় পারদর্শী = ঐন্দ্রজালিক
৪. যিনি বক্তৃতা দানে পটু = বাগ্মী
৫. যে তীর নিক্ষেপে পটু = তিরন্দাজ
৬. যে বিদ্যা লাভ করেছে = কৃতবিদ্য

ক্ষুদ্র বিষয়ক বাক্য সংকোচন

১. ক্ষুদ্র হাঁস = পাতিহাঁস
২. ক্ষুদ্র শিয়াল = খেঁকশিয়াল
৩. ক্ষুদ্র লেবু = পাতিলেবু
৪. ক্ষুদ্র রাজা = রাজড়া
৫. ক্ষুদ্র রথ = রথার্ভক
৬. ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র = ভাঁড়
৭. ক্ষুদ্র চিহ্ন = বিন্দু
৮. ক্ষুদ্র বিন্দু = ফুটকি
৯. ক্ষুদ্র বাগান = বাগিচা
১০. ক্ষুদ্র ফোঁড়া = ফুসকুড়ি
১১. ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড = নুড়ি
১২. ক্ষুদ্র নালা = নালি
১৩. ক্ষুদ্র নাটক = নাটিকা
১৪. ক্ষুদ্র নদী = সারণি
১৫. ক্ষুদ্র ঢাক বা ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র = নাকাড়া
১৬. ক্ষুদ্র জাতীয় বকের শ্রেণি = বলাকা

১৭. ক্ষুদ্র গ্রাম = পল্লীগ্রাম
১৮. ক্ষুদ্র গাছ = গাছড়া
১৯. ক্ষুদ্র কূপ = পাতকুয়া
২০. ক্ষুদ্রকায় ঘোড়া = টাট্টু
২১. ক্ষুদ্র বা নিচু কাঠের আসন = পিঁড়ি
২২. ক্ষুদ্র অঙ্গ = উপাঙ্গ

হাত ও পা সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

১. হাতের প্রথম আঙুল (বুড়ো আঙুল) = অঙ্গুষ্ঠ
২. হাতের দ্বিতীয় আঙুল = তর্জনী
৩. হাতের তৃতীয় আঙুল = মধ্যমা
৪. হাতের চতুর্থ আঙুল = অনামিকা
৫. হাতের পঞ্চম আঙুল = কনিষ্ঠা
৬. হাতের তেলো বা তালু = করতল
৭. হাতের কব্জি = মণিবন্ধ
৮. হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশ = প্রকোষ্ঠ
৯. হাতের কব্জি থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত = পাণি
১০. পা ধোয়ার জল = পাদ্য
১১. পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক

বিবিধ বাক্য সংকোচন

১. যা শল্য-ব্যথা দূর করে = বিশল্যকরণী
২. যা মাটি ভেদ করে ওঠে = উদ্ভিদ
৩. যা জল দেয় = জলদ (মেঘ)
৪. যা প্রকাশ করা হয় নি = অব্যক্ত
৫. যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু = বন্ধুর
৬. যা নিজের দ্বারা অর্জিত = স্বোপার্জিত
৭. অতিশয় ঘটা বা জাঁকজমক = আড়ম্বর
৮. অধর-প্রান্তের হাসি = বক্রোষ্ঠিকা
৯. অনশনে মৃত্যু = প্রায়
১০. অভ্রান্ত জ্ঞান = প্রমা
১১. ইতস্তত গমনশীল বা সঞ্চরণশীল = বিসর্পী
১২. অন্যের মনোরঞ্জনের জন্য অসত্য ভাষণ = উপচার
১৩. ঋণ শোধের জন্য যে ঋণ করা হয় = ঋণার্ণ
১৪. এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা = অধ্যাস
১৫. ঐতিহাসিক কালেরও আগের = প্রাগৈতিহাসিক
১৬. আশীর্বাদ ও অভয়দানসূচক হাতের মুদ্রা = বরাভয়
১৭. কথার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ বা প্রবচনাদি প্রয়োগ = বুক্‌নি
১৮. প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার মতো অবস্থা = লবেজান
১৯. বন্দুক বা তীর ছোঁড়ার অনুশীলনের জন্য স্থাপিত লক্ষ্য = চাঁদমারি
২০. ভুলহীন ঋষি বাক্য = আপ্তবাক্য
২১. রোদে শুকোনো আম = আমশি
২২. জ্বলছে যে অর্চি (শিখা) = জ্বলদর্চি
২৩. পত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পুনর্বিবাহ = অধিবেদন
২৪. পঙ্‌ক্তিতে বসার অনুপযুক্ত = অপাঙ্‌তেয়
২৫. দ্বারে থাকে যে = দৌবারিক
২৬. মান্যব্যক্তিকে অভ্যর্থনার জন্য কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া = প্রত্যুৎগমন
২৭. মান্যব্যক্তির বিদায়কালে কিছুদূর এগিয়ে দেওয়া = অনুব্রজন
২৮. মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন = উপাবৃত্ত
২৯. মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত = মৃন্ময়
৩০. স্বার্থের জন্য অন্যায় অর্থ প্রদান (ঘুষ) = উপদা
৩১. ইন্দ্রের অশ্ব = উচ্চৈঃশ্রবা
৩২. ঈষৎ উষ্ণ = কবোষ্ণ
৩৩. গুরুর বাসগৃহ = গুরুকুল
৩৪. গদ্যপদ্যময় কাব্য = চম্পু
৩৫. সদ্য দোহনকৃত উষ্ণ দুধ = ধারোষ্ণ
৩৬. পূর্ব ও পরের অবস্থা = পৌর্বাপর্য
৩৭. তৃণাচ্ছাদিত ভূমি = শাদ্বল
৩৮. সৈনিকদলের বিশ্রাম শিবির = স্কন্দাবার
৩৯. নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে (গ্রীস্মকাল) = নিদাঘ
৪০. অজ (ছাগল) কে গ্রাস করে যা = অজগর
৪১. অভ্র (মেঘ) লেহন/স্পর্শ করে যা = অভ্রংলিহ
৪২. অকালে পক্ব হয়েছে যে = অকালপক্ব
৪৩. অন্য গতি নাই যার = অগত্যা
৪৪. অশ্ব-রথ-হস্তী-পদাতিক সৈন্যের সমাহার = চতুরঙ্গ
৪৫. অষ্টপ্রহর (সারা দিন) ব্যবহার্য যা = আটপৌরে
৪৬. অন্তরে জল আছে এমন যে (নদী) = অন্তঃসলিলা
৪৭. অন্তরে যা (ঈক্ষণ দেখার) যোগ্য = অন্তরীক্ষ
৪৮. আপনাকে কেন্দ্র করে চিন্তা = আত্মকেন্দ্রিক
৪৯. আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত = আদ্যোপান্ত
৫০. স্বপ্নে (ঘুমে) শিশুর স্বগত হাসি-কান্না = দেয়ালা
৫১. মাছিও প্রবেশ করে না যেখানে = নির্মক্ষিক
৫২. বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের বিয়ে = পরিবেদন
৫৩. স্বামীর চিতায় পুড়ে মরা = সহমরণ
৫৪. স্বাদ গ্রহণ করা হয়েছে এমন = স্বাদিত
৫৫. ধর্মীয় কাজ করার জন্য তীর্থভ্রমণ = প্রব্রজ্যা
৫৬. ধর্মপুরুষ বা সন্ন্যাসীর পর্যটন = পরিব্রাজন
৫৭. যুদ্ধ থেকে যে বীর পালায় না = সংশপ্তক
৫৮. জয়ের জন্য যে উৎসব = জয়ন্তী
৫৯. উপদেশ ছাড়া লব্ধ প্রথম জ্ঞান = উপজ্ঞা
৬০. কি করতে হবে তা বুঝতে না পারা = কিংকর্তব্যবিমূঢ়
৬১. গরুর খুড়ে চিহ্নিত স্থান = গোষ্পদ
৬২. ঘরের অভাব = হা-ঘর
৬৩. এক থেকে শুরু করে = একাদিক্রমে
৬৪. তল স্পর্শ করা যায় না যার = অতলস্পর্শী
৬৫. নষ্ট হওয়া স্বভাব যার = নশ্বর
৬৬. অন্ন-ব্যঞ্জন ছাড়া অন্য আহার্য = জলপান
৬৭. জলপানের জন্য দেয় অর্থ = জলপানি (বৃত্তি)
৬৮. জ্বল্ জ্বল্ করছে যা = জাজ্বল্যমান
৬৯. সকলের জন্য প্রযোজ্য = সার্বজনীন
৭০. সকলের জন্য মঙ্গলকর/হিতকর = সর্বজনীন
৭১. সমুদ্র থেকে হিমালয় পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল
৭২. স্তন্য পান করে যে = স্তন্যপায়ী
৭৩. মিলনের ইচ্ছায় নায়ক বা নায়িকার সংকেত স্থানে গমন = অভিসার
৭৪. সূর্যের ভ্রমণ পথের অংশ বা পরিমাণ = অয়নাংশ
৭৫. লবণ কম দেওয়া হয়েছে এমন = আলুনি
৭৬. হাতির পিঠে আরোহী বসার স্থান = হাওদা

এক কথায় উত্তর

১. **বাক্য সংকোচন কী?**
উত্তর: একটি মাত্র শব্দে ভাবকে প্রকাশ করা।

২. **'পাখির ডাক' এক কথায় কী বলে?**
উত্তর: কূজন।

৩. **'গোপন করার ইচ্ছা' এক কথায় কী হবে?**
উত্তর: জুগুপ্সা।

৪. **'অক্ষির সমীপে' এর সঠিক বাক্য সংকোচন-**
উত্তর: সমক্ষ।

৫. **'চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত' এক কথায় প্রকাশ-**
উত্তর: চাক্ষুষ।

৬. **'৭৫ বছর পূর্ণ হওয়া উৎসব' এক কথায় প্রকাশ-**
উত্তর: প্লাটিনাম।

৭. **'ক্ষমা করার ইচ্ছা' এক কথায় প্রকাশ কোনটি?**
উত্তর: চিক্ষমিষা।

৮. **'দেখবার ইচ্ছা' বাক্য সংকোচন-**
উত্তর: দিদৃক্ষা।

৯. **'অব্যক্ত মধুর ধ্বনি' কে এক কথায় বলে-**
উত্তর: কলতান।

১০. **'যা উচ্চারণ করা যায় না' এর এক কথায় প্রকাশ কি হবে?**
উত্তর: অনুচ্চার্য।

১১. **যা স্থায়ী নয়-**
উত্তর: অস্থায়ী।

১২. **যা বিনা যত্নে উৎপন্ন হয়েছে?**
উত্তর: অযত্নসম্ভূত।

১৩. **'বেঁচে থাকার ইচ্ছা' এর এক কথায় প্রকাশ হবে-**
উত্তর: জিজীবিষা।

১৪. **'বরণ্যের যোগ্য যিনি' এক কথায় প্রকাশ-**
উত্তর: বরেণ্য।

১৫. **'ছন্দে নিপুন যিনি' এক কথায় কী হবে?**
উত্তর: ছান্দসিক।

১৬. **'যা ভবিষ্যতে ঘটবে' এক কথায় প্রকাশ-**
উত্তর: ভবিতব্য।

১৭. **এক কথায় প্রকাশ: এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত-**
উত্তর: একাদিক্রমে।

১৮. **দু'বার জন্মে যা-**
উত্তর: দ্বিজ।

১৯. **হরেক রকম বলে যে-**
উত্তর: হরবোলা।

২০. **'আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরাল' এক কথায়-**
উত্তর: রোদসী।

২১. **'উচ্চস্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র কুটির' এক কথায়-**
উত্তর: টঙ্গি।

২২. **'যা অপনয়ন করা যায় না' এর বাক্য সংকোচন কোনটি?**
উত্তর: অনপনেয়।

২৩. **'যা প্রমাণ করা যায় না' এক কথায়-**
উত্তর: অপ্রমেয়।

২৪. **'যা পূর্বে ছিল এখন নেই' এক কথায়-**
উত্তর: ভূতপূর্ব।

২৫. **ক্ষমার অযোগ্য-**
উত্তর: ক্ষমার্য।

২৬. **'যা নিন্দার যোগ্য নয়' এর বাক্য সংকোচন-**
উত্তর: অনিন্দ্য।

২৭. **'যা দীপ্তি পাচ্ছে' এক কথায়-**
উত্তর: দেদীপ্যমান।

২৮. **'নীল বর্ণ পদ্ম' এক কথায়-**
উত্তর: ইন্দিবর।

২৯. **'ক্ষুদ্র গাছ' এর বাক্য সংকোচন-**
উত্তর: গাছড়া।

৩০. **'হাতের কব্জি' এক কথায়-**
উত্তর: মণিবন্ধ।

৩১. **'পঙ্‌ক্তিতে বসার অনুপযুক্ত' এক কথায়-**
উত্তর: অপাঙ্‌ক্তেয়।

৩২. **'তৃণাচ্ছাদিত ভূমি' এক কথায়-**
উত্তর: শাদ্বল।

৩৩. **'অশ্ব রথ হস্তী-পদাতিক সৈন্যের সমাহার' এক কথায়-**
উত্তর: চতুরঙ্গ।

৩৪. **'সৈনিক দলের বিশ্রাম শিবির'- বাক্য সংকোচন কোনটি?**
উত্তর: স্কন্দাবার।

৩৫. **'যুদ্ধ থেকে যে বীর পালায় না' তাকে এক কথায় বলে-**
উত্তর: সংশপ্তক।

৩৬. **'সকলের জন্য প্রযোজ্য' এক কথায়-**
উত্তর: সার্বজনীন।

৩৭. **'লবণ কম দেওয়া হয়েছে এমন' এক কথায়-**
উত্তর: আলুনি।

৩৮. **'মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত' এক কথায়-**
উত্তর: মৃন্ময়।

Teacher's Work

১. 'যা সহজে অতিক্রম করা যায় না'- এ বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ কী? [২০তম বিসিএস]
ক অনতিক্রম্য খ অলঙ্ঘ্য
গ দুরতিক্রম্য ঘ দুর্গম — গ

২. 'নষ্ট হওয়ার স্বভাব যার' তাকে কী বলে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক'১৩; প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক'১২]
ক নষ্ট স্বভাব খ ফেলনা
গ নশ্বর ঘ কোনোটিই নয় — গ

৩. 'যা পূর্বে ছিল এখন নেই'- তাকে কি বলে? [১৩তম বিসিএস]
ক অভূতপূর্ব খ ভূতপূর্ব
গ অদৃষ্টপূর্ব ঘ অনিবার্য — খ

৪. 'যা চিরস্থায়ী নয়'- [১৬তম বিসিএস]
ক অস্থায়ী খ চিরন্তন
গ ক্ষণস্থায়ী ঘ নশ্বর — ঘ

৫. 'যা বলা হয়নি' এক কথায় হবে- [১২তম বিসিএস]
ক অবহিত খ অনুক্ত
গ অবাচ্য ঘ অনুল্লেখ — খ

৬. 'অক্ষির সমীপে' এর সংক্ষেপণ হলো-
ক সমক্ষ খ পরোক্ষ
গ প্রত্যক্ষ ঘ নিরপেক্ষ — ক

৭. এক কথায় প্রকাশ কর: 'দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণ'-
ক পূর্বাহ্ন খ সায়াহ্ন
গ গোধূলি ঘ অপরাহ্ন — গ

৮. 'যে নারীর পতি নেই, পুত্রও নেই' এক কথায় কী হবে?
ক বিধবা খ অবীরা
গ কাকবন্ধ্যা ঘ পতিপুত্রহীনা — খ

৯. যে লেখক অন্যের ভাব, ভাষা প্রভৃতি চুরি করে নিজের নামে চালায়, তাকে বলা হয়-
ক লিপিকার খ কুসীদজীবী
গ নকলবাজ ঘ কুম্ভীলক — ঘ

১০. এক কথায় প্রকাশ করুন: 'অনেকের মধ্যে একজন'-
ক অবিসংবাদিত খ অবীরা
গ অনিন্দ্য ঘ অন্যতম — ঘ

Unique Question for Student Practice

১. বিপরীতার্থক শব্দের মিলনে কোন দ্বন্দ্ব সমাসটি গঠিত?
ক রবি-শশী খ অহি-নকুল
গ খাওয়া-পরা ঘ ধনী-দরিদ্র — ঘ

২. পূর্বপদে বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে কী বলে?
ক কর্মধারয় সমাস খ তৎপুরুষ সমাস
গ বহুব্রীহি সমাস ঘ দ্বিগু সমাস — খ

৩. 'গৃহান্তর' কোন সমাস?
ক নিত্য সমাস খ দ্বন্দ্ব সমাস
গ বহুব্রীহি সমাস ঘ প্রাদি সমাস — ক

৪. কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?
ক বর্ণচোরা খ দলনেতা
গ গালভরা ঘ ঘরহারা — ক

৫. 'গিরীশ' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক গিরিতে অবস্থিত খ গিরিতে যিনি অবস্থান করেন
গ গিরি হতে এসেছেন যিনি ঘ গিরি যার প্রাণ — খ

৬. কোনটি চতুর্থী তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?
ক গুরুভক্তি খ শ্রমলব্ধ
গ বস্তাপঁচা ঘ পদচ্যুত — ক

৭. 'শ্রুতিগত সুখ = শ্রুতিসুখ' কোন সমাসের উদাহরণ?
ক বহুব্রীহি খ তৃতীয়া তৎপুরুষ
গ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ঘ অব্যয়ীভাব — গ

৮. 'খেয়াঘাট' শব্দটি কোন সমাস?
ক দ্বিতীয়া তৎপুরুষ খ চতুর্থী তৎপুরুষ
গ পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ অলুক তৎপুরুষ — ক

৯. শহিদ স্মরণে পালনীয় দিবস 'শহিদ দিবস' কোন সমাসের উদাহরণ?
ক উপমান কর্মধারয় খ রূপক কর্মধারয়
গ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ঘ দিগু সমাস — গ

১০. 'সে পা চাটা কুকুর' এখানে 'পা চাটা' কোন সমাসের উদাহরণ?
ক অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ খ সপ্তমী তৎপুরুষ
গ পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ উপপদ তৎপুরুষ — ঘ

১১. রূপক কর্মধারয় সমাস কোনটি?
ক মিশকালো খ চিরমুখী
গ রথ দেখা ঘ শোকানল — ঘ

১২. সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস নয় কোনটি?
ক মাপকাঠি খ বিশ্ববিখ্যাত
গ বস্তাপচা ঘ মনমরা — ক

১৩. 'সমাহার' ব্যাসবাক্য থাকলে কোন সমাস?
ক দ্বন্দ্ব খ প্রাদি
গ নিত্য ঘ দ্বিগু — ঘ

১৪. 'রাজপথ' শব্দটির ব্যাস-বাক্য কোনটি?
ক রাজ নির্মিত পথ খ রাজার পথ
গ রাজা ও পথ ঘ পথের রাজা — ঘ

১৫. আমি, তুমি ও সে = আমরা-এটি কোন সমাসের উদাহরণ?
ক মিলনার্থক দ্বন্দ্ব খ অলুক দ্বন্দ্ব
গ সাধারণ দ্বন্দ্ব ঘ একশেষ দ্বন্দ্ব — ঘ

১৬. 'প্রভাব' শব্দটি কোন সমাস?
ক অব্যয়ীভাব খ প্রাদি
গ তৎপুরুষ ঘ নিত্য — খ

১৭. 'ফুলকপি' কোন ধরনের কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
ক উপমিত খ উপমান
গ রূপক ঘ মদ্যপদলোপী — ক

১৮. উপমিত কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?
ক অধরপল্লব খ কুসুমকোমল
গ গোবেচারা ঘ মিশকালো — ক

১৯. উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?
ক নরসিংহ খ মুখচন্দ্র
গ অধরপল্লব ঘ হস্তীমূর্খ — ঘ

২০. সমস্ত পদকে ভেঙ্গে যে বাক্যাংশে করা হয় তাকে কী বলে?
ক সমস্যমান বাক্য খ সমস্ত বাক্য
গ বিগ্রহ বাক্য ঘ সমস্য বাক্য — গ

২১. 'উচ্ছৃঙ্খল' কোন সমাস?
ক দ্বিগু সমাস খ বহুব্রীহি সমাস
গ অব্যয়ীভাব সমাস ঘ তৎপুরুষ সমাস — গ

২২. বৈশিষ্ট্যের বিচারে দ্বিগু ও কর্মধারয় কোন শ্রেণির সমাস?
ক অব্যয়ীভাব খ কর্মধারয়
গ তৎপুরুষ ঘ নিত্য সমাস — গ

২৩. নিচের কোনটি সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ নয়?
ক দশভূজা খ চৌচালা
গ সেতার ঘ চৌরাস্তা — ঘ

২৪. 'ইত্যাদি' কোন সমাস?
ক বহুব্রীহি খ দ্বন্দ্ব
গ কর্মধারয় ঘ তৎপুরুষ — ঘ

২৫. নিচের কোনটি প্রাদি সমাসের উদাহরণ?
ক বেতার খ প্রভাত
গ প্রতিদান ঘ হাভাত — খ

২৬. কোন শব্দটি উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?
ক জলদ খ আশীবিষ
গ রাজপথ ঘ পদ্মগন্ধী — ক

২৭. 'ডাকমাশুল' কোন সমাসের উদাহরণ?
ক কর্মধারয় খ চতুর্থী তৎপুরুষ
গ পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ বহুব্রীহি — খ

২৮. কোনটি কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
ক মহানবী খ মৃগনয়না
গ তেমাথা ঘ মনগড়া — ক

২৯. 'নীলকর' কোন সমাসভুক্ত?
ক উপপদ তৎপুরুষ খ অলুক দ্বন্দ্ব
গ প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি ঘ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় — ক

৩০. 'কানকাটা' কোন সমাস?
ক বহুব্রীহি খ দ্বন্দ্ব
গ অব্যয়ীভাব ঘ তৎপুরুষ — ক

৩১. সমাসবদ্ধ পদ তৈরিতে ব্যবহৃত যতিচিহ্ন–
ক কমা খ সেমিকোলন
গ হাইফেন ঘ বন্ধনী — গ

৩২. 'ন্যায়সঙ্গত' কোন সমাসের উদাহরণ?
ক ষষ্ঠী তৎপুরুষ খ তৃতীয়া তৎপুরুষ
গ কর্মধারয় ঘ অব্যয়ীভাব — খ

৩৩. 'করপল্লব' কোন সমাস?
ক উপমান কর্মধারয় খ উপমিত কর্মধারয়
গ তৎপুরুষ ঘ বহুব্রীহি — খ

৩৪. 'দলছুট' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?
ক কর্মধারয় খ অপাদান তৎপুরুষ
গ করণ তৎপুরুষ ঘ সম্বন্ধ তৎপুরুষ — খ

৩৫. কোনটি 'ঈষৎ' অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস?
ক আরক্তিম খ আজীবন
গ আপাদমস্তক ঘ আগমন — ক

৩৬. উপমান শব্দের অর্থ–
ক তুলনা খ তুলনীয় বস্তু
গ সাদৃশ্য ঘ প্রত্যক্ষ বস্তু — খ

৩৭. সমাসের সাহায্যে গঠিত সাধিত শব্দ কোনটি?
ক পরিষ্কার খ ডুবন্ত
গ দেশত্যাগ ঘ উদ্যোগ — গ

৩৮. 'জটাজাল'–এটি কোন সমাস?
ক উপমান খ উপমিত
গ রূপক ঘ মধ্যপদলোপী — খ

৩৯. 'রাজপথ' – এটি কোন সমাস?
ক ষষ্ঠী তৎপুরুষ খ প্রাদি
গ বহুব্রীহি ঘ নিত্য — ক

৪০. 'গুণমুগ্ধ' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?
ক করণ তৎপুরুষ খ কর্ম তৎপুরুষ
গ সম্বন্ধ তৎপুরুষ ঘ নিমিত্ত তৎপুরুষ — ক

৪১. অলুক সমাসের উদাহরণ–
ক গায়েপড়া খ কাঁচাপাকা
গ বৌভাত ঘ মুক্তিযুদ্ধ — ক

৪২. 'পরিচয়পত্র' সমস্তপদটি কোন সমাসের উদাহরণ?
ক দ্বিতীয় তৎপুরুষ খ মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গ অলুক দ্বন্দ্ব ঘ বহুব্রীহি — খ

৪৩. 'স্মৃতিসৌধ' কোন সমাস?
ক মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ উপমান কর্মধারয়
গ উপমিত কর্মধারয় ঘ কোনটিই নয় — ক

৪৪. কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?
ক চা-বিস্কুট খ মহাত্মা
গ তেমাথা ঘ মনগড়া — খ

৪৫. নিচের কোন শব্দ সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন নয়?
ক আশীবিষ খ হতশ্রী
গ বিপত্নীক ঘ গ্রন্থাবলি — ঘ

৪৬. ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ–
ক মাতামাতি খ ক্ষুরধার
গ অনুর্বর ঘ অন্যমান — ক

৪৭. কোনটি উপমান কর্মধারয়ের উদাহরণ?
ক কাজলকালো খ চাঁদমুখ
গ পুরুষসিংহ ঘ আকাশবাণী — ক

৪৮. 'প্রবচন' শব্দটি কোন প্রকার সমাসের উদাহরণ?
ক নিত্য সমাস খ প্রাদি সমাস
গ অব্যয়ীভাব সমাস ঘ উপপদ তৎপুরুষ সমাস — খ

৪৯. 'বীরসিংহ' এটি কোন সমাসের উদাহরণ?
ক মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ উপমান কর্মধারয়
গ উপমিত কর্মধারয় ঘ রূপক কর্মধারয় — গ

৫০. কোন বাক্যটিকে দ্বিগু সমাসের নিয়মে সমাসবদ্ধ করা সম্ভব?
ক তে (তিন) মাথার সমাহার খ বেলাকে অতিক্রান্ত
গ প্রকৃষ্ট যে গতি ঘ সন্ধ্যায় জ্বালানো হয় যে প্রদীপ — ক

৫১. 'গম্ভীর ধ্বনি'-এর বাক্য সংকোচন–
ক মন্ত্র খ মন্দ্র
গ মর্মর ঘ মর্মন্তুদ — খ

৫২. 'রাত্রির শেষ ভাগ'-এক কথায়–
ক মহানিশা খ যামিনী
গ পররাত্র ঘ রাত্রিশেষ — গ

৫৩. যা অবশ্যই ঘটবে–
ক ভবিতব্য খ অনিবার্য
গ অপ্রতিরোধ্য ঘ অবশ্যম্ভাবী — ঘ

৫৪. 'টঙ্কার' শব্দের সম্প্রসারিত বাক্য কোনটি?
ক ট্যাংকের শব্দ
খ ধাতব টাকার শব্দ
গ ধনুকের ছিলার শব্দ
ঘ ধনুষ্টংকার রোগীর গোঙানির শব্দ — গ

৫৫. 'অশ্ব-রথ-হস্তী-পদাতিক সৈন্যের সমাহার' বাক্যের এক কথায় প্রকাশ-
ক চতুরঙ্গ খ যৌথবাহিনী
গ চতুর্বর্গ ঘ চতুর্বর্গণ — ক

৫৬. 'দুইবার জন্মে যে' –এক কথায় সঠিক কোনটি?
ক পুনর্জন্ম খ প্রত্যাবর্তন
গ দ্বিজ ঘ অগ্রজ — গ

৫৭. 'যার উপায় নাই'– এক কথায় কী হবে?
ক অনুপায় খ নাচার
গ অনন্যোপায় ঘ নিরুপায় — ঘ

৫৮. 'তর্কের সঙ্গে বর্তমান' এর বাক্য সংক্ষেপ কী?
ক তার্কিক খ সতর্ক
গ চতুর ঘ সবগুলো — খ

৫৯. 'অনসূয়া' বলতে বোঝায়–
ক যে নারীর পুত্র নাই খ যে নারীর বিবাহ হয়নি
গ যে নারী অপরিণত বয়স্ক ঘ যে নারীর হিংসা নাই — ঘ

৬০. 'অনন্যমনা'-এ পদটিকে বিস্তারিতভাবে কি বলা যায়?
ক অন্যদিকে মন যার খ অন্যদিকে মন নাই যার
গ সবদিকে মন থাকে যার ঘ অন্য কর্মে মন নাই যার — খ

৬১. যা জানা কঠিন তা হলো–
ক দুজ্ঞেয় খ অবোধ্য
গ অজ্ঞাত ঘ সুর্বোধ্য — ক

৬২. 'যে বিষয়ে বিতর্ক নেই'- এক কথায় বলে?
ক অবিমৃষ্য খ অবিতর্ক
গ অবিমৃষ্যকারী ঘ অবিসংবাদী — ঘ

৬৩. 'পুরুষের কর্ণভূষণ' এর সংকোচিত রূপ কোনটি?
ক পুরুষকর্ণ খ পুরুষালী
গ বীরবৌলি ঘ বীরবল — গ

৬৪. 'জয়ন্তী' শব্দের অর্থ–
ক জয়ের জন্য যে উৎসব খ জায়ফলের বিবি
গ জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব ঘ বিজয়-পরবর্তী উৎসব — ক

৬৫. যিনি অনেক দেখেছেন–
ক দার্শনিক খ দুরদর্শী
গ পর্যটক ঘ ভূয়োদর্শী — ঘ

৬৬. 'বিশ্বজনের হিতকর'–এককথায় কী বলে?
ক সর্বজনীন খ বিশ্বজনীন
গ সর্বজনীন ঘ বৈশ্বিক — খ

৬৭. ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসবকে এককথায় বলে–
ক রজত জয়ন্তী খ সুবর্ণ জয়ন্তী
গ হীরক জয়ন্তী ঘ সার্ধশতবর্ষ — গ

৬৮. এক কথায় প্রকাশ কর: অলঙ্কারের ধ্বনি–
ক অঞ্জন খ খঞ্জন
গ শিঞ্জন ঘ রঞ্জন — গ

৬৯. এক কথায় প্রকাশ কর: 'ময়ূরের পুচ্ছ বিস্তার'–
ক কেকা খ পেখম
গ ডানা ঘ পুচ্ছাগ্র — খ

৭০. এক কথায় প্রকাশ কর: যা নাড়ানো যায় না–
ক জঙ্গম খ বৃদ্ধ
গ গমন করতে সমর্থ যে ঘ অনড় — ঘ

৭১. 'কোন ভয় নেই যার' তাকে বলা হয়–
ক ভীতহীন খ আকুতিভয়
গ অকুতোভয় ঘ অভয় — গ

৭২. 'যে সকল অত্যাচার সহ্য করে' তাকে বলে–
ক ধৈর্যধারণকারী খ সুসহ্যকারী
গ সর্বংসহা ঘ সসর্বংসহা — গ

৭৩. 'বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের বিয়ে' এক কথায়–
ক অধিবেদন খ পরিবেদন
গ উপজ্ঞা ঘ উপদা — খ

৭৪. 'শুভক্ষণে জন্ম যার'–
ক শুভজন্মা খ ক্ষণজন্মা
গ যথাজন্মা ঘ কীর্তিমান — খ

৭৫. 'জ্যেষ্ঠের বর্তমানে কনিষ্ঠের বিয়ে'-কে এক শব্দে বলে–
ক পরিবেদন খ পরিবন্ধন
গ পরিচারণ ঘ পরিণয়ন — ক

৭৬. আবক্ষ জলে নেমে স্নান-এক কথায় কী বলে?
ক স্নান খ গোসল
গ প্রক্ষালন ঘ অবগাহন — ঘ

৭৭. এক কথায় প্রকাশ কর: "যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে"
ক সবিহারা খ সর্বস্বহারা
গ সর্বহৃত ঘ হৃতসর্বস্ব — ঘ

৭৮. 'আগে তুমি ছোট হও, তবে বড় হবে'- উদাহরণটি কোন জাতীয় বাক্যের?
ক সরল বাক্য খ মিশ্র বাক্য
গ যৌগিক বাক্য ঘ জটিল বাক্য — গ

৭৯. যে বক্তৃতাদানে পটু–
ক বাক্‌পটু খ বাগ্মী
গ বাচাল ঘ সুবক্তা — খ

৮০. 'চিকচিক করে বালি কোথা নাই কাদা'– এ বাক্যে 'চিকচিক' শব্দটি–
ক বিশেষণ খ ক্রিয়া
গ ক্রিয়াবিশেষণ ঘ অব্যয় — গ

৮১. 'কোন দ্বিরুক্ত শব্দটিতে স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝানো হয়েছে?
ক দেখে দেখে যাও
খ কালো কালো চেহারা
গ ডেকে ডেকে হয়রানি হয়েছি
ঘ দেখতে দেখতে আকাশ কাল হয়ে গেল — ঘ

৮২. ছি! ছি! তুমি এত খারাপ? এখানে ছি! ছি! কী অর্থ প্রকাশ করে?
ক অনুভূতি ভাব | খ পৌণঃপুনিকতা
গ ভাবের গভীরতা | ঘ বিরক্তি প্রকাশ — গ

৮৩. শব্দদ্বৈতের উদাহরণ–
ক তাড়াতাড়ি | খ অলি-গলি
গ ভালো-মন্দ | ঘ সবগুলোই — ঘ

৮৪. নীচের কোনটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ?
ক পথে পথে | খ ছাইভস্ম
গ মারামারি | ঘ ছট্‌ফট্‌ — ঘ

৮৫. "চোখে চোখে" রাখা এখানে চোখে চোখে–
ক তীব্রতা | খ ভাবের গভীরতা
গ অনুভূতি ভাব | ঘ পৌনঃপুনিকতা — খ

৮৬. 'কী বিপদ! ভিখারি যে পিছু ছাড়ে না' এই বাক্যে 'কী' অব্যয়ের ভাব-
ক বিরক্তি | খ রাগ
গ হতাশা | ঘ দুঃখ — ক

৮৭. ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিরুক্তি কোনটি?
ক ধীরে সুস্থে | খ রেগে মেগে
গ জাঁক জমক | ঘ ঝম্ ঝম্ — ঘ

৮৮. ধ্বনিজ্ঞাপক দ্বিরুক্তি শব্দ?
ক দরদর | খ মরমর
গ কড়কড় | ঘ নড়বড় — খ

৮৯. শূন্যতায় ভাবজ্ঞাপক ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি–
ক ঠা ঠা | খ কা কা
গ শাঁ শাঁ | ঘ খাঁ খাঁ — ঘ

৯০. নিচের কোনটিতে ধ্বনিব্যঞ্জনা দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?
ক ভয়ে গা ছম ছম করছে | খ পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির
গ বৃষ্টি পড়ে টাপুর টাপুর | ঘ শূন্য হৃদয় হু হু করে ওঠে — গ

৯১. 'কলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ' –এখানে ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দটি–
ক বিশেষ্য | খ বিশেষণ
গ ক্রিয়া | ঘ ক্রিয়া বিশেষণ — গ

৯২. 'সে আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে'। – এই বাক্যের মাঝে মাঝে দ্বিরুক্ত কোন পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক ক্রিয়া বিশেষণ | খ বিশেষণ
গ বিশেষণীয় বিশেষণ | ঘ বিশেষ্য — ক

৯৩. 'ফোঁটা ফোঁটা' কোন পদের দ্বৈতরূপ?
ক অব্যয় | খ বিশেষণ
গ ক্রিয়া | ঘ বিশেষ্য — ঘ

৯৪. ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ–
ক বউ বউ | খ জ্বর জ্বর
গ ঝিম ঝিম | ঘ টিম টিম — ঘ

৯৫. কোনটি দ্বিরুক্ত শব্দের উদাহরণ?
ক ফিবছর | খ বছর বছর
গ প্রতিবছর | ঘ বছরান্তে — খ

৯৬. দ্রুততা জ্ঞাপক দ্বিরুক্ত শব্দ–
ক করকর | খ তরতর
গ মরমর | ঘ সরসর — খ

৯৭. 'জ্বর জ্বর' বলতে বোঝায়–
ক জ্বরের ভাব | খ খুব জ্বর
গ কম জ্বর | ঘ জ্বর — ক

৯৮. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কি অর্থে দ্বিরুক্তি?
ক ধারাবাহিকতা | খ ধ্বনির ব্যঞ্জনা
গ বিশেষণ | ঘ অনুভূতি — খ

৯৯. 'জিজ্ঞাসিব জনে জনে।' –বাক্যটির দ্বিরুক্তি কী দিয়ে গঠিত?
ক বিশেষণ | খ বিশেষ্য
গ সংখ্যাবাচক | ঘ বহুবচন — খ

১০০. 'জ্বর-জ্বর ভাব' শব্দদ্বৈত কী অর্থের প্রকাশক?
ক ঈষৎ ভাব অর্থের | খ ব্যতিহার অর্থের
গ অনুকার ধ্বনি প্রকাশার্থের | ঘ পুনরাবৃত্তি অর্থের — ক

১০১. অনুকার দ্বিরুক্তি শব্দ কোনটি?
ক ঝম ঝম | খ যায় যায়
গ দিন দিন | ঘ বকা ঝকা — ক

১০২. পরস্পর অন্বয়যুক্ত দুই বা ততোধিক পদকে এক পদে পরিণত করার নাম–
ক সন্ধি | খ প্রত্যয়
গ সমাস | ঘ পুরুষ — গ

১০৩. সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম কী? অথবা, সমাসবদ্ধ পদকে কী বলে?
ক সমস্যমান | খ সমস্তপদ
গ ব্যাসবাক্য | ঘ বিগ্রহ বাক্য — খ

১০৪. সমাসবদ্ধ পদের পরবর্তী অংশকে কী বলা হয়?
ক উত্তর পদ | খ পরপদ
গ দক্ষিণ পদ | ঘ পূর্বপদ — খ

১০৫. অহিনকুল কোন সমাস?
ক কর্মধারয় | খ বহুব্রীহি
গ দ্বিগু | ঘ দ্বন্দ্ব — ঘ

১০৬. 'কুশীলব' শব্দটি কোন সমাসের অন্তর্গত?
ক বহুব্রীহি | খ কর্মধারয়
গ তৎপুরুষ | ঘ দ্বন্দ্ব — ঘ

১০৭. বিশেষণের সাথে বিশেষ্যের যে সমাস হয় তার নাম কী?
ক দ্বন্দ্ব সমাস | খ কর্মধারয় সমাস
গ তৎপুরুষ সমাস | ঘ বহুব্রীহি সমাস — খ

১০৮. 'অনুতাপ' পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক তাপের ক্ষুদ্র | খ তাপের অণু
গ তাপের পশ্চাৎ | ঘ অনুরূপ তাপ — গ

১০৯. নীল যে অম্বর = নীলাম্বর- কোন সমাস?
ক বহুব্রীহি | খ তৎপুরুষ
গ কর্মধারয় | ঘ অব্যয়ীভাব — গ

১১০. নীল যে আকাশ = নীলাকাশ কোন সমাস?
ক বহুব্রীহি | খ দ্বিগু
গ কর্মধারয় | ঘ অব্যয়ীভাব — গ

১১১. পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে বলে–
ক বহুব্রীহি সমাস | খ দ্বন্দ্ব সমাস
গ কর্মধারয় সমাস | ঘ তৎপুরুষ সমাস — ঘ

১১২. বইপড়া কোন সমাস?
ক বহুব্রীহি | খ কর্মধারয়
গ তৎপুরুষ | ঘ অব্যয়ীভাব — গ

১১৩. 'তেলেভাজা' কোন সমাস?
ক বহুব্রীহি খ দ্বন্দ্ব
গ কর্মধারয় ঘ তৎপুরুষ — ঘ

১১৪. তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ কোনটি?
ক নাই সীমা যার- অসীম খ তেল দিয়ে ভাজা- তেলেভাজা
গ ঘর ও বাড়ি- ঘরবাড়ি ঘ মুখ চন্দ্রের ন্যায়- চন্দ্রমুখ — খ

১১৫. 'মেঘশূন্য' কোন সমাস?
ক তৎপুরুষ খ কর্মধারয়
গ বহুব্রীহি ঘ অব্যয়ীভাব — ক

১১৬. 'বহুব্রীহি' শব্দের অর্থ কী?
ক বহু ধান খ বহু গম
গ বহু পাট ঘ বহু চাল — ক

১১৭. 'গৃহস্থ' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক গৃহে থাকেন যিনি খ গৃহে স্থিত যে
গ গৃহে স্থিতি যার ঘ গৃহে আশ্রিত যে — ক

১১৮. কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?
ক সুবর্ণ (সু বর্ণ যার)
খ বৃষ্টি ধৌত (বৃষ্টিতে ধৌত)
গ ক্রোধানল (ক্রোধ রূপ অনল)
ঘ হররোজ (রোজ রোজ) — ক

১১৯. সুবর্ণ কোন সমাস?
ক কর্মধারয় খ তৎপুরুষ
গ বহুব্রীহি ঘ অব্যয়ীভাব — গ

১২০. 'সহোদর' কোন সমাস?
ক বহুব্রীহি খ তৎপুরুষ
গ কর্মধারয় ঘ দ্বিগু — ক

১২১. নিচের কোনটি দ্বিগু সমাস?
ক আপাদমস্তক খ রুই-কাতলা
গ একরোখা ঘ সেতার — ঘ

১২২. 'শতাব্দী' কোন সমাস?
ক বহুব্রীহি খ তৎপুরুষ
গ অব্যয়ীভাব ঘ দ্বিগু — ঘ

১২৩. নিচের কোনটি দ্বিগু সমাসের সমস্তপদ?
ক সাতসমুদ্র খ প্রতিদিন
গ নীলকণ্ঠ ঘ মুখেভাত — ক

১২৪. দ্বিগু সমাসের উদাহরণ–
ক শতবার্ষিকী খ মধুমাখা
গ পলান্ন ঘ দিনকতক — ক

১২৫. 'তেপান্তর' (তিন প্রান্তরের সমাহার) কোন সমাস?
ক তৎপুরুষ খ দ্বিগু
গ কর্মধারয় ঘ দ্বন্দ্ব — খ

১২৬. 'উপকথা' কোন সমাস?
ক কর্মধারয় খ অব্যয়ীভাব
গ বহুব্রীহি ঘ দ্বিগু — খ

১২৭. 'নিরামিষ' কোন সমাস?
ক কর্মধারয় খ তৎপুরুষ
গ বহুব্রীহি ঘ অব্যয়ীভাব — ঘ

১২৮. কোনটি অভাব অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস?
ক আজীবন খ আলুনি
গ আরক্তিম ঘ আগাছা — খ

Home Work

১. 'নীলকর' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [৪৬তম বিসিএস]
ক দ্বন্দ্ব খ বহুব্রীহি
গ নিত্য ঘ উপপদ তৎপুরুষ — গ

২. 'ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছি।' -এ বাক্যে 'ডেকে ডেকে' কোন অর্থ প্রকাশ করে? (৪৩তম বিসিএস)
ক অসহায়ত্ব খ বিরক্তি
গ কালের বিস্তার ঘ পৌনঃপুনিকতা — ঘ

৩. 'উর্ণনাভ'-শব্দটি দিয়ে বুঝায়- (৪০তম বিসিএস)
ক টিকটিকি খ তেলেপোকা
গ উইপোকা ঘ মাকড়সা — ঘ

৪. "প্রোষিতভর্তৃকা"-শব্দটির অর্থ কী? (৪০তম বিসিএস)
ক ভর্ৎসনাপ্রাপ্ত তরুণী
খ যে নারীর স্বামী বিদেশে অবস্থান করে
গ ভূমিতে প্রোথিত তরুমূল
ঘ যে বিবাহিতা নারী পিত্রালয়ে অবস্থান করে — খ

৫. অন্যের রচনা থেকে চুরি করাকে বলা হয়- (৪০তম বিসিএস)
ক বেতসবৃত্তি খ পতঙ্গবৃত্তি
গ জলৌকাবৃত্তি ঘ কুম্ভিলকবৃত্তি — ঘ

৬. সমাসবদ্ধ শব্দ 'আনত' কোন সমাসের উদাহরণ? (৩১তম বিসিএস)
ক বহুব্রীহি খ কর্মধারয়
গ সুপসুপা ঘ অব্যয়ীভাব — ঘ

৭. 'পুরষ্কার' বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিষ্কার'! – বাক্যটির নিম্নরেখ পদে ষ/স ব্যবহারে– (৩৫তম বিসিএস)
ক প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয়টি শুদ্ধ
খ প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ
গ দুটোই অশুদ্ধ
ঘ দুটোই শুদ্ধ — গ

৮. 'জ্যোৎস্না রাত' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? (৩০তম বিসিএস)
ক মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গ পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ বহুব্রীহি সমাস — ক

৯. প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয়– (২৭তম বিসিএস)
ক উপমিত খ উপমান
গ উপমেয় ঘ রূপক — গ

১০. সমাহার অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ পদের যে সমাস হয়, তাকে কি সমাস বলে? (২৫তম বিসিএস)
ক দ্বিগু খ অব্যয়ীভাব
গ বহুব্রীহি ঘ তৎপুরুষ — ক

১১. 'চাঁদমুখ' এর ব্যাসবাক্য কোনটি? (২৫তম বিসিএস)
ক চাঁদের মত মুখ খ মুখের ন্যায় চাঁদ
গ চাঁদ যে মুখ ঘ চাঁদ রূপ মুখ — ক

১২. 'লাঠালাঠি' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ? (২৬তম ও ১৭তম বিসিএস)
ক দ্বন্দ্ব খ বহুব্রীহি
গ কর্মধারয় ঘ তৎপুরুষ — **খ**

১৩. যে সমাসে ব্যাসবাক্য হয় না, কিংবা তা করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয় তাকে বলা হয়– (২৩তম বিসিএস)
ক দ্বন্দ্ব সমাস খ অব্যয়ীভাব সমাস
গ কর্মধারয় সমাস ঘ নিত্য সমাস — **ঘ**

১৪. কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? (২০তম বিসিএস)
ক সিংহাসন খ ভাই-বোন
গ কানাকানি ঘ গাছপালা — **খ**

১৫. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় এর দৃষ্টান্ত– (১৩তম বিসিএস)
ক ঘর থেকে ছাড়া = ঘর ছাড়া
খ অরুণের মত রাঙা = অরুণরাঙা
গ হাসিমাখা মুখ = হাসিমুখ
ঘ ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী — **গ**

১৬. সমাস শব্দের অর্থ কী? (১১তম বিসিএস)
ক সংযোজন খ বিশ্লেষণ
গ সংশ্লেষণ ঘ সংক্ষেপণ — **ঘ**

১৭. সমাস ভাষাকে কী করে? [২৯তম বিসিএস / ১১তম বিসিএস/ EBEK উপজেলা সমন্বয়কারী- '১৭]
ক সংক্ষেপ করে খ বিস্তৃত করে
গ অর্থপূর্ণ করে ঘ সহজ করে — **ক**

১৮. 'জলে-স্থলে' কী সমাস? [৩৭তম বিসিএস]
ক সমার্থক দ্বন্দ্ব খ বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব
গ অলুক দ্বন্দ্ব ঘ একশেষ দ্বন্দ্ব — **গ**

১৯. 'আলোছায়া' পদটি কোন সমাস? [৩২তম বিসিএস]
ক দ্বন্দ্ব সমাস খ অব্যয়ীভাব সমাস
গ তৎপুরুষ সমাস ঘ কর্মধারয় সমাস — **ক**

২০. চিকিৎসাশাস্ত্র' কোন সমাস? [৪৩ তম বিসিএস]
ক কর্মধারয় খ বহুব্রীহি
গ অব্যয়ীভাব ঘ তৎপুরুষ — **ক**

২১. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কোনটি? [৪২তম বিসিএস (বিশেষ)]
ক সিংহ চিহ্নত আসন = সিংহাসন
খ মহান যে পরুষ = মহাপুরুষ
গ কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল
ঘ জায়া ও পতি = দম্পতি — **ক**

২২. উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি? [৪১তম বিসিএস]
ক শশব্যস্ত খ কালচক্র
গ পরাণপাখি ঘ বহুব্রীহি — **ক**

২৩. 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩৮তম বিসিএস]
ক তৎপুরুষ খ কর্মধারয়
গ অব্যয়ীভাব ঘ বহুব্রীহি — **খ**

২৪. 'জজসাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩৫তম বিসিএস; নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ নার্স- ২০২১]
ক দ্বিগু খ কর্মধারয়
গ দ্বন্দ্ব ঘ বহুব্রীহি — **খ**

২৫. 'বিস্ময়াপন্ন' সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [৩৭তম বিসিএস]
ক বিস্ময় দ্বারা আপন্ন খ বিস্ময়ে আপন্ন
গ বিস্ময়কে আপন্ন ঘ বিস্ময়ে যে আপন্ন — **গ**

২৬. দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক- বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী কোন বিভক্তি? [৪০তম বিসিএস]
ক তৃতীয়া বিভক্তি খ প্রথমা বিভক্তি
গ দ্বিতীয়া বিভক্তি ঘ শূন্য বিভক্তি — **ক**

২৭. কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ? [৩৯তম বিসিএস]
ক কানাকানি খ অজানা
গ দোতলা ঘ আশীবিষ — **ক**

২৮. 'কুসীদজীবী' বলতে কাদের বুঝায়? [৪১তম বিসিএস]
ক চারণকবি খ সাপুড়ে
গ সুদখোর ঘ কৃষিজীবী — **গ**

২৯. 'জিজীবিষা' শব্দটি দিয়ে বোঝায়- [৪৩ ;৪০তম বিসিএস]
ক জয়ের ইচ্ছা খ হত্যার ইচ্ছা
গ বেঁচে থাকার ইচ্ছা ঘ শোনার ইচ্ছা — **গ**

৩০. 'নষ্ট হওয়ার স্বভাব যার'-এক কথায় হবে? [২৫তম বিসিএস]
ক নিদাঘ খ নশ্বর
গ নষ্টমান ঘ বিনশ্বর — **খ**

৩১. 'অক্ষির সমীপে' এর সংক্ষেপণ হলো– [২৪তম বিসিএস]
ক সমক্ষ খ পরোক্ষ
গ প্রত্যক্ষ ঘ নিরপেক্ষ — **ক**

৩২. 'যা সহজে অতিক্রম করা যায় না'- এ বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ কী? [২০তম বিসিএস]
ক অনতিক্রম্য খ অলঙ্ঘ্য
গ দুরতিক্রম্য ঘ দুর্গম — **গ**

৩৩. 'যা চিরস্থায়ী নয়'– [১৬তম বিসিএস]
ক অস্থয়ী খ ক্ষণিক
গ ক্ষণস্থায়ী ঘ নশ্বর — **ঘ**

৩৪. 'ক্ষমার যোগ্য' এর বাক্য সংকোচন– [১১তম বিসিএস; ন্যাশনাল ব্যাংক লি. (প্রবেশনারী অফিসার): '১৭]
ক ক্ষমার্হ খ ক্ষমাপ্রার্থী
গ ক্ষমা ঘ ক্ষমাপ্রদ — **ক**

৩৫. এক কথায় প্রকাশ করুন 'যা বলা হয়নি'? [১২তম বিসিএস]
ক অউক্ত খ অব্যক্ত
গ অনুক্ত ঘ অব্যাক্ত — **গ**

৩৬. যা পূর্বেছিল এখন নেই– তাকে কী বলে? [১৩তম বিসিএস]
ক অভূতপূর্ব খ ভূতপূর্ব
গ অদৃষ্টপূর্ব ঘ অনিবার্য — **খ**

৩৭. দেশান্তর' কোন সমাসের উদারণ? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (ইন্সপেক্টর/সিনিয়র অফিসার/নিরাপত্তা কর্মকর্তা-২০২৪]
ক বহুব্রীহি খ কর্মধারয়
গ নিত্য সমাস ঘ অলুক তৎপুরুষ সমাস — **গ**

৩৮. কর্মধারয় সমাসে কোন পদ প্রধান? [বাংলাদেশ রেলওয়ে (বুকিং সহকারী)-২০২৪]
ক অন্য পদ খ উভয়পদ
গ পরপদ ঘ পূর্বপদ — **গ**

৩৯. সমাস ও কারক ব্যাকরণের কোন অংশে অন্তর্ভুক্ত [হোম ইকোনমিস্ট (নিপোর্ট পদের পরীক্ষা)-২০২৪]
ক ধ্বনিতত্ত্বে খ রূপতত্ত্বে
গ বাক্যতত্ত্বে ঘ শব্দতত্ত্বে — **খ**

৪০. 'দম্পতি' কোন সমাস [হোম ইকোনমিস্ট (নিপোর্ট পদের পরীক্ষা)-২০২৪]
ক দ্বন্দ্ব খ দ্বিগু
গ তৎপুরুষ ঘ অব্যয়ীভাব **ক**

৪১. 'নদীমাতৃক' কোন সমাস [নর্দান ইলেট্রিসিটি সহকারী শিক্ষক পদের পরীক্ষা-২০২৪]
ক তৎপুরুষ খ বহুব্রীহি
গ কর্মধারয় ঘ অব্যয়ীভাব **খ**

৪২. 'শশব্যস্ত' শব্দটি কোন সমাস? [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী-২০২৪]
ক তৎপুরুষ খ দ্বিগু
গ কর্মধারয় ঘ বহুব্রীহি **গ**

৪৩. 'বহুব্রীহি' শব্দটি কোন সমাস? [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী -২০২৪]
ক তৎপুরুষ খ কর্মধারয়
গ দ্বিগু ঘ বহুব্রীহি **ঘ**

৪৪. 'নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি' সমাসের উদাহরণ কোনটি? [বাংলাদেশ রেলওয়ে টিকিট কালেক্টর-২০২৪]
ক আশীবিষ খ অন্তরীপ
গ জবরদস্তি ঘ অকেজো **খ**

৪৫. 'সংবাদপত্র' কোন সমাস? [বস্ত্র অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক পরীক্ষা-২০২৪]
ক মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ দ্বন্দ্ব
গ অব্যয়ীভাব ঘ বহুব্রীহি **ক**

৪৬. 'হনন করার ইচ্ছা'- এর বাক্য সংকোচন কোনটি? [বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কতৃপক্ষ (বেজা)-২০২৪]
ক হন্তা খ দুস্তর
গ জিঘাংসা ঘ জিতেন্দ্রিয় **গ**

৪৭. এক কথায় প্রকাশ করুন: যা নিবারণ করা কষ্টকর– [নর্দান ইলেট্রিসিটি সহকারী শিক্ষক পদের পরীক্ষা-২০২৪]
ক দুর্নিবার খ দুদর্মনীয়
গ অদম্য ঘ দমনীয় **ক**

৪৮. যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে? [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী -২০২৪]
ক প্রোষিতকর্তৃকা খ প্রোষিতভার্যা
গ প্রবাসিনী ঘ বিদেশিনী **খ**

৪৯. উপকারীর অপকার করে যে– [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী -২০২৪]
ক কৃতজ্ঞ খ অকৃতজ্ঞ
গ কৃতঘ্ন ঘ অপকারী **গ**

৫০. ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি– [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী -২০২৪]
ক ইতিহাসবেত্তা খ ইতিহাসবিজ্ঞ
গ ঐতিহাসিক ঘ ইতিহাসবিদ **ক**

৫১. পান করিবার যোগ্য– [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী -২০২৪]
ক পিপাসা খ পেয়
গ পানীয় ঘ খ এবং গ **খ**

৫২. 'রাত্রিকালীন যুদ্ধ' এর এক কথায় প্রকাশ কোনটি? [বাংলাদেশ রেলওয়ে টিকিট কালেক্টর-২০২৪]
ক সৌপ্তিক খ কোকনাদ
গ রিরংসা ঘ সংবর্ত **ক**

৫৩. 'ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে' এক কথায়- [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (সিনিয়র স্টাফ নার্স)-২০২৪]
ক ইন্দ্রিজিৎ খ সংসপ্তক
গ জিতেন্দ্রিয় ঘ অরিজিৎ **গ**

৫৪. যে ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে তাকে এককথায় বলে- [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (সিনিয়র স্টাফ নার্স)-২০২৪]
ক ব্যয়কুণ্ঠ খ মিতব্যয়ী
গ সাবধানী ঘ কৃপণ **ক ঘ**

৫৫. 'যে অন্যের লেখা চুরে করে নিজের নামে চালায়'। তাকে এক কথায় কী বলে? [বাংলাদেশ রেলওয়ে (বুকিং সহকারী) -২০২৪]
ক অর্বাচীন খ অন্তরীক্ষ
গ কুম্ভীলক ঘ অনুরঞ্জন **গ**

৫৬. সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম- [ডা.অ. (হিসাব সহকারী/ অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক সমস্ত পদ খ ব্যাসবাক্য
গ উত্তর পদ ঘ সমস্যমান পদ **ক**

৫৭. নিচের কোন শব্দটি সমাসবদ্ধ নয়? [ক. অ. জে. (সিনিয়র অ্যাকাইন্টস ক্লার্ক) ২০২২]
ক গাছপাকা খ বিদ্যালয়
গ সিংহাসন ঘ দিলদরিয়া **খ**

৫৮. নিচের কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসবদ্ধ পদ? [রাজউক (ইমারত পরিদর্শক)'২২]
ক দম্পতি খ রাজপথ
গ বৌভাত ঘ নবান্ন **ক**

৫৯. 'পথে ও প্রান্তরে'= পথে প্রান্তরে' একটি কোন সমাস? [ফা.সা.সি.ডি.অ. (স্টেশন অফিসার)'২২]
ক দ্বিগু খ তৎপুরুষ
গ কর্মধারয় ঘ দ্বন্দ্ব **ঘ**

৬০. 'জায়া ও পতি' সমাস করলে কি হয়? [স্বা.অ. (কম্পাউন্ডার)'২২]
ক পতি-পত্নী খ দম্পতি
গ জায়া-পতি ঘ স্বামী-স্ত্রী **খ**

৬১. 'মুজিববর্ষ' কোন সমাস? [শি.নি.প্র. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক দ্বন্দ্ব সমাস খ দ্বিগু সমাস
গ কর্মধারয় সমাস ঘ অব্যয়ীভাব সমাস **গ**

৬২. মন রূপ মাঝি = মনমাঝি কোন সমাসের উদাহরণ? [স.অ. (ইউনিয়ন সমাজকর্মী)'২২]
ক বহুব্রীহি খ তৎপুরুষ
গ রূপক কর্মধারয় ঘ দ্বন্দ্ব **গ**

৬৩. কোনটি রূপক কর্মধারয় সমাস? [ব.অ.নৌ.ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২]
ক গীতিনাট্য খ বৌভাত
গ মনমাঝি ঘ ভারপ্রাপ্ত **গ**

৬৪. 'বিষাদসিন্ধু' কোন সমাস? [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২৩]
ক দ্বিগু খ রূপক কর্মধারয়
গ দ্বন্দ্ব ঘ তৎপুরুষ **খ**

৬৫. প্রাণভয় (প্রাণ যাওয়ার ভয়) কোন সমাস? [বা.প.উ.বো. (হিসাবরক্ষক)'২২]
ক তৎপুরুষ খ কর্মধারয়
গ দ্বন্দ্ব ঘ অব্যয়ীভাব **খ**

৬৬. 'মহর্ষি' কোন সমাস? [ম.বি. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২৩]
ক কর্মধারয় খ দ্বন্দ্ব
গ তৎপুরুষ ঘ দ্বিগু **ক**

৬৭. নিচের কোনটি সমাস নিষ্পন্ন শব্দের উদাহরণ? [প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩]
ক নিবাস খ বড়াই
গ মনমাঝি ঘ ছাত্রকে — **গ**

৬৮. কোনটি ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস? [ক.জে.অ্যা. (অডিটর)'২২]
ক রাজপুত্র খ বিয়েপাগল
গ ছাত্রবাস ঘ মৃগশিশু — **ক ঘ**

৬৯. 'মহাত্মা' কোন সমাস? [প.অ. (অফিস সহায়ক)'২৩]
ক দ্বিগু খ তৎপুরুষ
গ বহুব্রীহি ঘ কর্মধারয় — **গ**

৭০. কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ? [বা.নি.ক.(অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২]
ক অজানা খ দোতলা
গ আশীবিষ ঘ কানাকানি — **ঘ**

৭১. 'একগুয়ে' কোন সমাস? [বা.প.উ.বো. (সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২৩]
ক ব্যতিহার বহুব্রীহি খ ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি
গ সমানাধিকরণ বহুবীহি ঘ অলুক বহুব্রীহি — **গ**

৭২. 'দ্বিগম্বর' (দিক অম্বর যার) কোন সমাস? [ডা.অ. (হিসাব সহকারী/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২]
ক তৎপুরুষ খ বহুব্রীহি
গ কর্মধারয় ঘ অব্যয়ীভাব — **খ**

৭৩. 'হাতেখড়ি' সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [বা.প.উ.বো. (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক হাতের খড়ি খ হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
গ খড়ির হাত ঘ হাতে খড়ি — **খ**

৭৪. 'সেতার' কোন সমাস? [ক.বে.হে.কে. (কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার)'২২]
ক কর্মধারয় খ বহুব্রীহি
গ তৎপুরুষ ঘ দ্বিগু — **খ**

৭৫. 'উপশহর' কোন সমাস? [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২৩]
ক অব্যয়ীভাব খ তৎপুরুষ
গ কর্মধারয় ঘ বহুব্রীহি — **ক**

৭৬. 'কুলের সমীপে' এর সংক্ষেপ কি? [বি.বা.এ.লি. (এডমিন অ্যাসিস্টেন্ট)'২৩]
ক অনুকূল খ প্রতিকূল
গ উপকূল ঘ সমকূল — **গ**

৭৭. 'গরমিল' এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [বা.প.বি.বো. (সহকারী সচিব/ সহকারী পরিচালক)'২৩]
ক মিল ও অমিল খ অমিলের সদৃশ
গ মিলের অভাব ঘ গর ও মিল — **গ**

৭৮. নিচের কোনটি অব্যয়ীভাব সমাস? [ক.জে.অ্যা. (অডিটর)'২২]
ক একচোখা খ দোনলা
গ সামীপ্য ঘ ঊনপাজুরে

নোট: এখানে প্রশ্নটাই ভুল। সঠিক উত্তর অপশনে নেই।

৭৯. 'হাঘরে' কোন সমাস? [প.ম. (সহকারী সাইফার কর্মকর্তা)'২২]
ক বহুব্রীহি খ অব্যয়ীভাব
গ দ্বিগু ঘ কর্মধারয় — **খ**

৮০. কোনটি প্রাদি সমাসের উদাহরণ? [প.ম. (সহকারী পরিচালক)'২৩]
ক প্রগতি খ গৃহস্থ
গ ছা-পোষা ঘ উপকূল — **ক**

৮১. 'যে নারী প্রিয় কথা বলে'- এক কথায় প্রকাশ করুন। [ঔ.প্র.অ. (অফিস সহায়ক)'২২]
ক প্রিয়া খ সুহাসিনী
গ প্রিয়ংবদা ঘ শ্রীমতি — **গ**

৮২. 'যে নারীর স্বামী ও পুত্র নেই'- এক কথায় কী হবে? [প.ম. (সহকারী পরিচালক)'২৩]
ক অনূঢ়া খ কুমারী
গ নবোঢ়া ঘ অবীরা — **ঘ**

৮৩. অনুসন্ধান করার ইচ্ছাকে কী বলে? [বা.প.উ.বো. (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক অনুচিকির্ষা খ অনুসন্ধিৎসা
গ প্রতিচিকির্ষা ঘ অনুচ্ছার্য — **খ**

৮৪. 'উপকার করার ইচ্ছা' এর এক কথায় প্রকাশ কী? [ত.স.ম.অ. বা.টে. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী/স্টুডিও যন্ত্রবিদ)'২৩]
ক উপকারিচ্ছ খ উপকারী
গ সাহায্যকারী ঘ উপচিকীর্ষা — **ঘ**

৮৫. 'ভোজন করার ইচ্ছা'- এক কথায় কী হবে? [মা.উ.শি.অ. (হিসাব সহকারী)'২৩; বা.প.ব্যু. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২]
ক পেটুক খ ভোজনবিলাসী
গ বুভুক্ষা ঘ খাদক — **গ**

৮৬. 'যুদ্ধে স্থির থাকেন যিনি' এর বাক্য সংকোচন কোনটি? [ক.বে.হে.কে. (কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার)'২২]
ক যুধিষ্ঠির খ স্থিরচিত
গ দৃঢ়চির ঘ যুদ্ধস্থির — **ক**

৮৭. যার দুই হাত সমান চলে, তাকে কি বলে? [প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩]
ক সব্যসাচী খ দু'হাতি
গ সমান তালী ঘ সব্যচাষি — **ক**

৮৮. অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করে না যে- [ডা.জী.বী. (সাটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর)'২২]
ক অদ্যন্ত খ মূর্খ
গ অনভিজ্ঞ ঘ অবিমৃষ্যকারী — **ঘ**

৮৯. 'অবিমৃষ্যকারী' কাকে বলে? [সা.স্থ.ক. (ওয়ারহাউজ সুপারিনটেনডেন্ট ও ক্যাশিয়ার)'২২]
ক যে সর্বদা কুৎসা রটনা করে
খ যে আগে পিছে না ভেবে কাজ করে
গ যে সর্বদা বিষাদগ্রস্ত থাকে
ঘ যে অন্যের সৌভাগ্য ঈর্ষাবোধ করে — **খ**

৯০. 'কর্মে যাহার ক্লান্তি নাই' এই বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ কি? [বা.প.উ.এ. (সহকারী পরিচালক)'২২]
ক ক্লান্তিহীন খ অক্লান্ত
গ অক্লান্ত কর্মী ঘ অবিশ্রাম — **গ**

৯১. 'যা কষ্টে লাভ করা যায়'- বাক্য সংকোচন কোনটি?
ক দুর্লভ খ কষ্টার্জিত
গ দুর্জয় ঘ পরিশ্রমলব্ধ — **ক**

৯২. 'কোনোভাবেই যা নিবারণ করা যায় না'- এর [যু.উ.অ. (সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক অদম্য খ অসম্ভব
গ অনিবার্য ঘ অনিবারিত — **গ**

৯৩. যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না- [বা.প.উ.এ. (সহকারী পরিচালক)'২২]
ক পতিত খ অনুর্বর
গ ঊষর ঘ বন্ধ্যা **গ**

৯৪. 'দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ'- বাক্যে সংকোচন কোনটি? [ম.বি. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২]
ক গোধূলি খ পূর্বাহ্ণ
গ সায়াহ্ণ ঘ সন্ধ্যা **ক**

৯৫. যার জ্যোতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, তাকে বলে- [স্থা.স.প্র.অ. (কার্যসহকারী) '২৩]
ক ক্ষণপ্রভা খ রগ
গ ক্ষণস্থায়ী জ্যোতি ঘ অনুসূয়া **ক**

৯৬. 'আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে'- এক কথায় হবে- [হি.ম.নি.কা. (অফিস সহায়ক)'২২]
ক অতিপণ্ডিত খ মহাপণ্ডিত
গ পণ্ডিত নেতা ঘ পণ্ডিতম্মন্য **ঘ**

৯৭. 'যে গাছে ফল ধরে কিন্তু ফুল ধরে না'- এক কথায় কী হবে? [বা.প.উ.বো. (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২৩]
ক মেজবান খ অনিমন্ত্রিত
গ অনাহুত ঘ কোনোটিই নয় **গ**

৯৮. 'যা বলা হবে' এর বাক্য সংকোচন কোনটি? [শি.নি.প্র.প.(শিক্ষক) (স্কুল)]
ক উক্ত খ বাচ্য
গ ভবিতব্য ঘ বক্তব্য **ঘ**

৯৯. এক কথায় প্রকাশ করুন: 'এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত'- [স্বা.ভূ.ক্যা.অ.প্র.ম.ঢা.সে. (জুনিয়র শিক্ষক)'২৩]
ক ক্রমিক নং খ ক্রমবিন্যাশ
গ একাদিক্রমে ঘ ধারাবাহিকতা **গ**

১০০. 'অপরের ধন' এর এককথায় প্রকাশ কী? [প.ম. (সহকারী সাইফার কর্মকর্তা)'২২]
ক অনাদি খ পরস্ব
গ অনাস্থা ঘ অনার্জিত **খ**

১০১. 'মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি'- কথাটি সংকোচন করলে হবে- [বা.প.বি.বো. (সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক)'২৩]
ক তন্ময় খ মন্ময়
গ মৃন্ময় ঘ চিন্ময় **গ**

১০২. খেয়া পার করে যে, তাকে বলা হয়-[পো.জে.উ. (রাজশাহী) (উচ্চমান সহকারী)'২২]
ক মাঝি খ ঘাটাল
গ পাটনী ঘ কর্ণধার **গ**

১০৩. সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা- এক কথায় কি হবে- [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২৩]
ক প্রত্যুদগমন খ অগ্রগামী
গ শুভ পদার্পণ ঘ স্বাগতম **ক**

১০৪. 'যিনি নৌকা চালান'- এক কথায় প্রকাশ কী? [ব.অ. (জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট)'২২]
ক তাতি খ জেলে
গ রাখাল ঘ মাঝি **ঘ**

১০৫. এক কথায় প্রকাশ করুন 'কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে যে'- [ক.জে.অ্যা. (অডিটর)'২২]
ক স্বার্থপর খ অকৃতজ্ঞ
গ আত্মনিষ্ঠ ঘ কোনোটিই নয় **গ**

১০৬. শোনা মাত্র যার মুখস্থ হয়- [পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা'২২]
ক মনযোগী খ মেধাবী
গ শ্রুতিধর ঘ স্মৃতিবান **গ**

১০৭. 'কর্মে অতিশয় তৎপর' এক কথায় কী হবে? [শি.নি.প্র. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক ত্বরিৎকর্মা খ কর্মবীর
গ কর্মপটু ঘ কর্মনিষ্ঠা **ক**

১০৮. কোনটি অব্যয়সূচক শব্দের দ্বিরুক্তি? [ব.অ.নৌ.ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২]
ক আর হায় হায় করে লাভ কী?
খ উড়ু উড়ু ভাব
গ দেখতে দেখতে সে চলে গেল
ঘ কবি কবি ভাব **ক**

১০৯. 'মেঘে মেঘে' শব্দদ্বৈত কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? [স্বা.প্র.অ. (নকশাকার (ড্রাফটম্যান)'২২]
ক ব্যাপ্তি খ বহুত্ব
গ প্রকর্ষ ঘ ঈষদ স্বল্পতা **ক**

১১০. কোনটি ধ্বনাত্মক শব্দের উদাহরণ? [পো.জে. উ. (রাজশাহী) (উচ্চমান সহকারী)'২২]
ক ঝম-ঝম খ ভাল-ভাল
গ রাশি-রাশি ঘ ঘন-ঘন **ক**

১১১. 'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির'- এখানে 'পাতায় পাতায়' কি অর্থে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে? [রাজউক (ইমারত পরিদর্শক)'২২]
ক আধিক্য খ প্রায়
গ নির্দিষ্টতা ঘ স্বল্পতা **ক**

১১২. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'- এখানে 'টাপুর টুপুর' কোন পদ? [প.ম. (সহকারী সাইফার কর্মকর্তা)'২২]
ক বিশেষ্য খ ক্রিয়া
গ অব্যয় ঘ সর্বনাম **গ**

১১৩. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'- এখানে 'টাপুর টুপুর' কোন অব্যয়? [পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-'২২]
ক অনন্বীয় অব্যয় খ পদান্বয়ী অব্যয়
গ অনুকার অব্যয় ঘ সংযোজক অব্যয় **গ**

১১৪. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'- এখানে 'টাপুর টুপুর' কোন ধরনের শব্দ? [বা.নি.ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২৩]
ক ছড়ার শব্দ খ ধ্বনাত্মক শব্দ
গ শব্দের দ্বিরুক্তি ঘ পদের দ্বিরুক্তি **খ**

১১৫. বিশেষণ পদযোগে গঠিত দ্বিরুক্তি শব্দ কোনটি? [হি.ম.নি.কা. (অফিস সহায়ক)'২২]
ক লাল লাল ফুল খ জ্বর জ্বর লাগছে
গ গ্রামে গ্রামে যাব ঘ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ **ক**

১১৬. 'হাড়ি হাড়ি সন্দেশ'- এখানে কোন কোন পদযোগে বহুবচন হয়েছে? [বা.প.উ.বো. (হিসাবরক্ষক)'২২]
ক বিশেষ্য ও বিশেষণ খ বিশেষণ ও ক্রিয়া
গ বিশেষ্য ও বিশেষ্য ঘ বিশেষণ ও বিশেষণ **গ**

১১৭. এক কথায় প্রকাশ করুন: "জয়ের জন্য যে উৎসব" [Global Islami Bank Probationary Officer- 2021]
ক বিজয় জয়ন্তী খ জয়ন্তী
গ বিজয় উৎসব ঘ জায়ন্তী **খ**

১১৮. অবীরা দ্বারা কোনটিকে বোঝায়? [CGDF UDA-2019; BFSA Private Assistant- 2019]
ক যে নারীর বিয়ে হয়নি
খ যে নারীর নতুন বিয়ে হয়েছে
গ যে নারীর স্বামী ও পুত্র নেই
ঘ যার স্বামী বিদেশে
গ

১১৯. উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে- এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি?[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) : ২০১৭]
ক উপকার স্বীকার করা খ কৃতঘ্ন
গ অকৃতজ্ঞ ঘ কৃতজ্ঞ
ঘ

১২০. 'ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার' এর এক কথায় প্রকাশ কী হবে? [বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ-২০২০]
ক আমিষ্ট খ আমষে
গ আঁষটে ঘ আমিষ্য
গ

১২১. 'যা পূর্বে কখনো হয় নি' –এর সঠিক বাক্য সংকোচন হল– [বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ-২০২০]
ক ভূতপূর্ব খ অভূতপূর্ব
গ অদৃষ্টপূর্ব ঘ অশ্রুতপূর্ব
খ

১২২. শোক দূর হয়েছে যার বাক্যটি সংকোচন করলে হবে– [ঢাবি (খ-ইউনিট) : ২০১৪-১৫]
ক অশোক খ বীতশোক
গ হতশোক ঘ শোকাতীত
খ

১২৩. সাপের খোলসকে এক কথায় কী বলা হয়? [জবি (ঘ- ইউনিট) : ২০১৫-১৬]
ক অজিন খ কৃত্তিক
গ নির্মোক ঘ কৃত্তি
গ

১২৪. নিচের যে বাক্য-সংকোচনটি অশুদ্ধ– [BDBL Senior Officer: 2017]
ক আকাশ ও পৃথিবী-ক্রন্দসী
খ অপূর্ব সৃষ্টিশীল ক্ষমতা-প্রতিভা
গ অতি উচ্চ ক্রুরহাসি-দৃপ্তহাসি
ঘ পা থেকে মাথা পর্যন্ত-আপাদমস্তক
গ

১২৫. 'অগ্রে যে গমন করে' বাক্যটির সংক্ষিপ্ত রূপ কী? [বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তরের নির্বাহী অফিসার- ২০১৫; প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (ত্রান মন্ত্রণালয়): ২০০৬]
ক অগ্রগামী খ অগ্রজ
গ অগ্রগতি ঘ অগ্রসর
ক

১২৬. 'যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে'- একে এক পদে পরিণত করলে কোনটি হবে? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান জুনিয়র অ্যাসিসট্যান্ট অফিসার : ২০১৪]
ক অপরিণামদর্শী খ অবিবেচক
গ অবিমৃষ্যকারী ঘ অকালজ্ঞানী
গ

১. কোন বহুব্রীহি সমাসে পরস্পরের মধ্যে একই ধরনের কাজ বোঝায়?
ক ব্যতিহার বহুব্রীহি খ সমার্থক বহুব্রীহি
গ উপমান বহুব্রীহি ঘ মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

২. 'পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ আছে যার' – তাকে এক কথায় বলা হয়–
ক পূর্বসুরী খ জাতিস্মর
গ পাণ্ডিত্যস্য ঘ তীক্ষ্ণধী

৩. 'রাশি' শব্দের দ্বিরুক্তিতে কোন অর্থ প্রকাশ পায়?
ক সামান্য খ আধিক্য
গ আতিশয্য ঘ শূন্য

৪. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান' এখানে 'টাপুর টুপুর' কোন ধরনের শব্দ?
ক অবস্থাবাচক শব্দ খ বাক্যালঙ্কার শব্দ
গ ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঘ দ্বিরুক্ত শব্দ

৫. বিপরীতার্থক শব্দের মিলনে কোন দ্বন্দ্ব সমাসটি গঠিত?
ক ভাই-বোন খ ধন-দৌলত
গ আয়-ব্যয় ঘ দা-কুমড়া

৬. 'জজ সাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ?
ক দ্বিগু খ দ্বন্দ্ব
গ কর্মধারয় ঘ বহুব্রীহি

৭. 'জিজীবিষা' শব্দটি দিয়ে বোঝায়-
ক জয়ের ইচ্ছা খ হত্যার ইচ্ছা
গ বেঁচে থাকার ইচ্ছা ঘ শোনার ইচ্ছা

৮. 'বিস্ময়াপন্ন' সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক বিস্ময় দ্বারা আপন্ন খ বিস্ময়ে আপন্ন
গ বিস্ময়কে আপন্ন ঘ বিস্ময়ে যে আপন্ন

৯. মহানবি কোন সমাস?
ক তৎপুরুষ খ দ্বন্দ্ব
গ কর্মধারয় ঘ বহুব্রীহি

১০. 'যিনি বিদ্যা লাভ করেছেন'– এক কথায়–
ক বিদ্বান খ বিদুষী
গ কৃতবিদ্য ঘ বিদ্যাধর

উত্তরমালা

১	ক
২	খ
৩	খ
৪	গ
৫	গ
৬	গ
৭	গ
৮	গ
৯	গ
১০	গ